NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি ও বাঙালি সমাজে যীশু এবং বড়দিন

দুরন্ত বিশ্বকাপের জের! অর্জুন পুরস্কার পাচ্ছেন মহম্মদ শামি ৮

কলকাতা ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ ৪ পৌষ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৮৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 21.12.2023, Vol.17, Issue No. 189, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাচ্ছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ২০ ডিসেম্বর: সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর 'জলের ওপর পানি' উপন্যাসের জন্য ২০২৩ সালের সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাচ্ছেন। এদিন ২৪টি ভাষায় সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে ৯টি কবিতার বই, ৬টি উপন্যাস, ৫টি ছোট গল্প, ৩টি প্রবন্ধ এবং ১টি ক্ষেত্রে সাহিত্য কর্মের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত জুরি সদস্যদের সুপারিশে অনুমোদন দিয়েছে সাহিত্য অ্যাকাডেমির কার্যনির্বাহী পর্ষদ। এক্ষেত্রে সাহিত্যিক শ্রীমতী বাণী বসু, শ্রী নলিনী বেরা এবং শ্রী শিবাশিস মুখার্জির সুপারিশ মেনে শ্রী চক্রবর্তীকে তাঁর উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে , তামার মানপত্র, একটি শাল এবং নগদ ১ লক্ষ টাকা। ১২ মার্চ, ২০২৪ তারিখে দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

১৫০ বছর পর ৩ আইনে বদল!

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: বুধবার, লোকসভায় পাশ হয় ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত তিনটি বিল। ফলে, ১৫০ বছরের পুরোনো ভারতীয় দণ্ডবিধি, ভারতীয় ফৌজদারি আইন এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের বদলে, এই তিনটি বিল আনা হচ্ছে। এদিন, লোকসভায় এই তিন বিলের উপর বিতর্ক হয়। যদিও, গণহারে সাসপেন্ড করার জেরে, বিরোধী আসনে প্রায় কোনও সাংসদ ছিলেন না বললেই চলে। বিরোধী-শূন্য লোকসভাতেই এই বিলের বিষয়ে আলোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, এই তিনটি নয়া বিল ভারতকে দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্তি দেবে। তিনি দাবি করেন, ন্যায়বিচার, সমতা ও নিরপেক্ষতার ধারণার ভিত্তিতেই এই তিন নয়া বিধি তৈরি করা হয়েছে। এই বিল তিনটি আইনে পরিণত হলে সারা দেশে এক ধরনের বিচার ব্যবস্থা চালু হবে। সমতা আসবে বিচার ব্যবস্থায়।

মোদি-মমতা ২০ মিনিটের বৈঠকে

সমস্যা মেটানোর আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

গড়া হবে কেন্দ্র-রাজ্য কমিটি, জানালেন মমতা

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: নতুন সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ২০ মিনিটের বৈঠক সারলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজেদের যাবতীয় দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন তিনি। বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মোদি। সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপের কথাও জানিয়েছেন।

এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১০ জন তৃণমূল সাংসদ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মমতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, '১০০ দিনের কাজে রাজ্যকে একটি পয়সাও দেয়নি কেন্দ্র। আবাস যোজনার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যখাতের অর্থও এখনও মেলেনি। যা তথ্য চাওয়া হয়েছিল, সব দেওয়া হয়েছে। সব ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও টাকা দেয়নি কেন্দ্র। গরিবের টাকা আটকে রাখা উচিত নয়।' সব শোনার পর প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সমস্ত বিষয় মন দিয়ে শুনেছেন। সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

তিনি জানান, এ নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের আধিকারিকদের মধ্যে যৌথ বৈঠক হবে। সেই বৈঠকে দু'পক্ষের তথ্য আদান-প্রদান হবে। অর্থাৎ সমাধানসূত্র বের করার পথেই হেঁটেছেন প্রধানমন্ত্রী, সে কথাই স্পষ্ট করেন মমতা। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, কেন্দ্রের থেকে ১ লক্ষ ১৬ হাজার কোটি টাকা পায় রাজ্য।

মুখ্যমন্ত্রী মমতার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: রাজনৈতিক বৈরিতা যতই থাকুক না কেন, মুখোমুখি বৈঠকে বাদ গেল না কুশল বিনিময়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হতেই তাঁর পা কেমন আছে জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী। উত্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি এখন অনেকটা ভালো আছেন। এমনই খবর সূত্রের। রাজ্যের বকেয়ার দাবিতে বুধবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন ১০ জন সাংসদ। কিন্তু ২০ মিনিটের বৈঠকে মোদিকে দাবিদাওয়ার কথা জানান খোদ মুখ্যমন্ত্রীই। জানা গিয়েছে, এদিন নতুন সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর লাগোয়া ঘরে বসেছিল তৃণমূল প্রতিনিধি দল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢোকেন প্রধানমন্ত্রী। একেবারে শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, মমতার পায়ের অবস্থা কেমন? উত্তরে তিনি জানান, এখন অনেকটা ভালো আছেন। পায়ের অবস্থাও আগের চেয়ে ভালো।

করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্টে দেশে সংক্রমিত ২১

রাজ্যগুলিকে বিশেষ নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: করোনা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ বাড়ছে দেশে। ইতিমধ্যে ৩ রাজ্যে ২১ জনের শরীরে করোনার নতুন উপপ্রজাতি জেএন ওয়ানের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে। এর মধ্যে গোয়ায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সংক্রমিতের হদিশ মিলেছে। ১৯ জন। বাকি দুজন মহারাষ্ট্র ও কেরলের বাসিন্দা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ইতিমধ্যে কোমর বাঁধতে শুরু করেছে কেন্দ্র। রাজ্যগুলিকেও প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। একইসঙ্গে তাদের সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য।

করোনার নতুন উপপ্রজাতি মোকাবিলায় বুধবার সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারকে একজোট হয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে হবে। তবে ভয় পাওয়ার দরকার নেই।'

রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: উদ্বেগ বাড়িয়ে ফের দেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে কোভিড সংক্রমণ। করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে সতর্ক করে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে চিঠি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব। পাঠানো হয়েছে নতুন নির্দেশিকা। এর প্রেক্ষিতে বুধবার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও স্বরাষ্ট্র সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরাজ্যে করোনা নিয়ে এখনও আশঙ্কার কোনও কারণ না থাকলেও সবরকমের সতর্কতা বজায় রাখতে বৈঠকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যে করোনা আক্রান্তদের উপর বিশেষভাবে নজরদারি করতে বলা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার সংখ্যাও বাড়াতে বলা হয়েছে। নমুনা আসার পরেই যাতে জিনোম সিকুয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানো হয় তা নিশ্চিত করতে হাসপাতালগুলিকে নির্দেশ দিতে হবে বলে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, চলতি বছরের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে যত জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে তথ্য এবং নমুনার জিনোম পরীক্ষা করা হয়েছে কি না, তা নিয়ে রিপোর্ট তৈরি করছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। কোনও হাসপাতাল থেকে তা না পাঠানো হলে, তা দ্রুত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, করোনা আক্রান্তের নমুনা আরও বেশি করে পাঠাতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে অনুরোধ করেছে কল্যাণীর জিনোম গবেষণা কেন্দ্র। স্বাস্থ্য ভবনের দাবি, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই রাজ্যে ওই নতুন ভ্যারিয়েন্ট মেলেনি। তবে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট জেএন.১--এ আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

এদিনের বৈঠকে কেন্দ্রের তরফে রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। করোনার মোকাবিলায় কতটা প্রস্তুত রয়েছে তা দেখার জন্য প্রতি তিনমাস অন্তর মক ড্রিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের তরফে রাজ্যকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। যদিও উদ্বিগ্ন হতে বারণ করছেন চিকিৎসকরা। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা.অনির্বাণ দলুইয়ের কথায়, 'করোনা ভাইরাস পরিবেশে থাকবেই। তবে ক্রমশ তার ভয়াবহতা কমবে। মাঝেমধ্যে সংক্রমণ দেখা দেবে। বয়স্ক ও কোমর্বিডিটি থাকলে সুরক্ষা নিতে হবে।' স্বাস্থ্যদপ্তরের বিশেষজ্ঞদের অভিমত, শীতে উৎসবের মরশুমে মাস্ক ব্যবহার করা দরকার। শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখতে হবে।

'দিল্লিতে গিয়ে নাটক করছেন মুখ্যমন্ত্রী'

নবান্নে আচমকা পৌঁছে গিয়ে মমতাকে তোপ দাগলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন, আর তার আগেই এদিন আচমকা নবান্নে মুখ্যসচিবের সঙ্গে ঝটিকা সাক্ষাৎকারে হাজির হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লী সফরকে নাটক বলে তোপ দাগেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার বেলাতে বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে আচমকাই নবান্নে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তিনি রাজ্যের মুখ্যসচিবের দেখা করেন। নবান্ন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু স্পষ্ট বুঝিয়ে দেন যতই মমতা দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর দরবার করতে যান, রাজ্যে বিজেপি এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়বে না তৃণমূলকে। বুধবার সকালে রাজ্য বিধানসভায় কাজ মিটিয়ে, দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে সরাসরি শুভেন্দু নবান্নে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ, চন্দনা বাউরী ও বিশাল লামা। আচমকা এইভাবে শুভেন্দু নবান্নে আসাতে নবান্নের নিরাপত্তারক্ষীরাও যথেষ্ট অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়েন। কর্তব্যরত নিরাপত্তা রক্ষীদের এড়িয়ে শুভেন্দু ভিজিটরস রুমে পৌঁছে কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করার পর তারা মুখ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করেন।

এরপর নবান্ন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'নবান্নে ১৪৪ ধারা জারি আছে। তাই চারজন বিধায়ককে নিয়ে এখানে এসেছিলাম। মুখ্যসচিবকে ফোন করেছিলাম দেখা করতে চাই বলে। ওনারা দেখছি, বলছি করছিলেন। আমরা আর অপেক্ষা করিনি।'

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'দিল্লিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের আর্থিক বঞ্চনার কথা বলছেন। আর এখানে জনগণকে বঞ্চিত করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'মুখ্যসচিবের মাধ্যমে সরকারকে আজ বার্তা দেওয়া হল। পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলকে ভোট দিলে ঘরছাড়া হতে হয়, পঞ্চায়েত ভোট লুট হয়। আবাস, নলবাহিত জল, বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয় না। একজন সাংসদ বলেন, আমি ৭০ হাজার বার্ধক্য ভাতা দেব। এই সরকার আসলে ফর দ্য পাটি, অফ দ্য পার্টি ও বাই দ্য পার্টি। ফর দ্য ফ্যামিলি, বাই দ্য ফ্যামিলি, অফ দ্য ফ্যামিলি চলছে। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার এটা। এই সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা দিয়েছে । টাকা কীভাবে নষ্ট হয়েছে, তার তালিকা এখানে আমরা দিয়েছি। সাম্প্রতিক অতীতের কার্শিয়াং, শিলিগুড়িতে বানারহাটে মুখ্যমন্ত্রী যে প্রশাসনিক ডিস্ট্রিবিউশন করেছেন, সেখানে বিরোধী এমএলএ-দের তিনি ডাকেননি। এইভাবে বিরোধীদের বঞ্চনা আসলে জনগণের বঞ্চনা। নবান্নে এসে আজ আমরা বলে গেলাম, লড়াই হবে। এক ইঞ্চিও জায়গা আপনাকে আমরা ছাড়ব না। আপনাকে তাড়া করে বেড়াব আমরা। আপনি দিল্লিতে গিয়ে নাটক করবেন, ভাবছেন ছাড়া পেয়ে যাবেন। এমনটা হবে না।'

এ দিন শুভেন্দুর ঝটিকা সফর ঘিরে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে থাকায় নবান্নের নিরাপত্তাও ছিল কিছুটা ঢিলেঢালা ছিল, সেই ছবিও স্পষ্ট হয়ে যায়। এভাবে কাউকে কিছু না জানিয়ে বিজেপিতে যোগদানের পর প্রথমবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যে নবান্নে আসতে পারেন এমনটা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। এছাড়াও লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ কর্মসূচিতে থাকছেন না প্রধানমন্ত্রী, তাও জানিয়ে দেন শুভেন্দু।

বায়রনের বাড়িতে আয়কর হানা

নজরে-হাসপাতাল, গুদাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাতসকালে সাগরদিঘির বিধায়কের বাড়িতে আয়কর হানা। বাইরন বিশ্বাসের বাড়ি, হাসপাতাল, গোডাউন-সহ বিভিন্ন ঠিকানায় পৌঁছে যান আধিকারিকরা। দিনভর চলে তল্লাশি। কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরে ফেলে বিধায়কের বাড়ি, হাসপাতাল, গোডাউন। বেশ কিছুদিন ধরে আয়কর দপ্তরের নজরে ছিলেন সাগরদিঘির বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস। বুধবার সাতসকালে মুর্শিদাবাদে পৌঁছন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। প্রথমেই যান বিধায়কের বাড়িতে। এর পর একে একে টিম পৌঁছে যায় বিধায়কের বিড়ি কারখানা, হাসপাতাল, গুদাম-সহ বিভিন্ন জায়গায়। কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরে ফেলে এলাকা। শুরু হয় তল্লাশি। দীর্ঘক্ষণ পেরিয়ে গেলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তল্লাশি চলছে বলেই খবর। ২০২১ সাল থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বায়রন। গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে লড়ে জয় পেয়েছেন তিনি। তবে পরবর্তীতে যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। লাগাতার অভিযানে বায়রন অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে খবর। তাঁকে দেখতে আনা হয় তাঁরই হাসপাতালের চিকিৎসকদের। মানসিক চাপে এমনটা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করছেন এলাকার লোকজন। প্রসঙ্গত, এদিন সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ানে বায়রনের বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল। যদিও এই বাড়ি বায়রন বিশ্বাসের বাবার নামে বলে সূত্রের খবর। এদিকে এই ঘটনায় বায়রন বিশ্বাসের বাবা বাবর আলি বিশ্বাসের অনুমান, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে কার্যত ভেঙে পড়েন বাবর আলি বিশ্বাস। জানান, তাঁর সঙ্গেও কথা হয়েছে তদন্তকারীদের।

ধনখড়ের 'মিমিক্রি' বিতর্ক, গুরুত্ব দিতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়কে নকল করে বিতর্কে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণের সেই ভিডিও নিয়ে গোটা দেশ তোলপাড় করে দিচ্ছে বিজেপি। ওই মিমিক্রি কাণ্ডকে রীতিমতো ইস্যু বানিয়ে ফেলেছে গেরুয়া শিবির। তবে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই ঘটনাকে সেভাবে গুরুত্বই দিচ্ছেন না। তাঁর বক্তব্য, 'এর মধ্যে এত গুরুত্ব দেওয়ার কিছুই নেই। এটাকে মজার ছলে নেওয়া উচিত।'

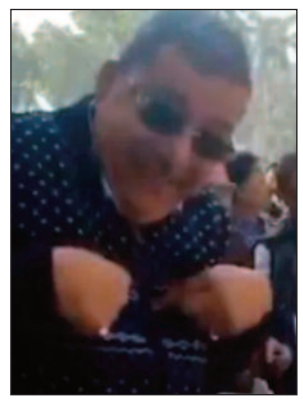

বস্তুত ওই ভিডিও কাণ্ডে নিজের দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত ক্লিনচিট দিয়ে দিয়েছেন মমতা। বরং ঘুরিয়ে তিনি এই বিতর্কের জন্য খানিকটা দায়ী করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে। তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য, 'আমরা সবাইকে সম্মান করি। কিন্তু এটাকে মজার ছলে নেওয়া উচিত ছিল। রাহুল গান্ধি ভিডিও না করলে হয়তো আপনারা এই ঘটনাটা জানতেও পারতেন না।' তাহলে কি কল্যাণের ওই আচরণকে সমর্থক করছেন দলনেত্রী? সে প্রশ্নের জবাবে আর কোনও মন্তব্য করতে চাননি মমতা।

যাকে নিয়ে এত বিতর্ক সেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ইতিমধ্যেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য, 'উপরাষ্ট্রপতিকে অপমান করাটা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। ধনখড় তাঁর সিনিয়র। একই পেশার লোক। তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান আছে।' কিন্তু তাতেও বিতর্ক কমছে না।

রাহুল গান্ধি নিজেও এই বিতর্কে মুখ খুলেছেন। তাঁর দাবি, 'ওই সময় তাঁর দলের সাসপেন্ডেড সাংসদরা লোকসভার বাইরে বসেছিলেন। তাঁরা ভেঙে পড়েছিলেন। সেই বসে থাকা সাংসদদের ভিডিও তুলছিলেন তিনি। তাছাড়া ওই ভিডিও তাঁর ফোনেই আছে। বাইরে কোথাও যায়নি। অথচ ওই ভিডিও সংবাদমাধ্যম দেখাচ্ছে, সেটা নিয়ে কারও কোনও বক্তব্য নেই।' কংগ্রেস সাংসদের বক্তব্য, 'আজ সংসদে আদানি নিয়ে কোনও আলোচনা হচ্ছে না। রাফালে নিয়ে কোনও আলোচনা হচ্ছে না। বেকারত্ব নিয়ে কোনও আলোচনা হচ্ছে না। অথচ আমরা এসব নিয়ে আলোচনা করছি।'

মুর্শিদাবাদে রিলস বানাতে গিয়ে মৃত্যু ৩ নাবালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রিলস বানাতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল তিন নাবালকের। মুর্শিদাবাদের সুতি থানার ফিডার ক্যানেলের উপর আহিরণ সেতুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর জখম আরও দুই যুবক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা হল আমাউল শেখ (১৪), রিয়াজ শেখ (১৬) ও সামিউল শেখ (১৭)। মৃতদের বাড়ি সুতি থানার ইংলিশ সাহাপাড়া। বুধবার বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ আহিরণ সেতুর উপর দাঁড়িয়ে কয়েকজন 'রিল' তৈরি করছিল। সেই সময়ে জঙ্গিপুর থেকে ফরাক্কাগামী একটি ট্রেন চলে আসে। ট্রেনটি দ্রুত গতিতে সেতুর উপর চলে আসায় রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা নাবালকেরা সরে যাওয়ার সময় পায়নি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আমাউল শেখ, রিয়াজ শেখ ও সামিউল শেখের।

বিস্তারিত জেলার পাতায়

আগুনের গ্রাসে পুড়লো বাড়ি কেনার স্বপ্ন, অসহায় দম্পতি

নিজস্ব প্রকতিবেদন, হাওড়া: মনের কোনে তিল তিল করে বাড়তে দিয়েছিলেন নিজের বাড়ির স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নকেই চোখের সামনে জ্বলে যেতে দেখলেন হাওড়ার ইছাপুর বস্তির বাসিন্দা পেশায় ভ্যান চালক সতীশ রায় ও তাঁর স্ত্রী রেখা রায়। স্বামীকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে লোকেদের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন রেখা দেবী। জীবনের ৩৫ টা বছর বস্তিতে কাটালেও স্বপ্ন ছিল নিজেদের জন্য একটা পাকা বাড়ি। তাদের অবর্তমানে তিন ছেলে ও বিবাহিত (স্বামী পরিত্যক্তা) মেয়ের জন্য মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিয়ে যাবেন। আর তাই ভেবেই ৪৫ বছর ধরে তিলে তিলে বেড়ে ওঠা সেই স্বপ্ন এক নিমেষের মধ্যে পুড়ে খাক হয়ে যেতে দেখলো এই প্রবীণ দম্পতি। মঙ্গলবারের বিধ্বংসী আগুনে সর্বস্ব হারিয়ে ইছাপুর সর্বহারা বস্তির মানুষজনের সাথে তাঁদেরও স্থানীয় একটি স্কুলে এখন ঠাঁই হয়েছে। ৪৫ বছর এই বস্তিতে থেকেই অনেক কষ্টে ৫০-৬০ হাজার টাকার মতো জমিয়েছিলেন। দু'জনেরই ইচ্ছে ছিলো একটা পুরানো ছোট বাড়ি কেনার। কিন্তু সে টাকা তো পুড়ে ছাই।

প্রশাসন ও স্থানীয়দের উদ্যোগে স্থানীয় স্কুলে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন শুধু একটাই আশা যদি তাদের জন্য প্রশাসন থেকে ঘর বানিয়ে দেয়। পেশায় ভ্যান চালক সতীশ রায় বলেন, 'ছেলেপুলে নিয়ে থেকে, আমি ভ্যান চালিয়ে আর আমার স্ত্রী লোকেদের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করে ৪৫ হাজার টাকার মতো জমিয়েছিলাম। সব আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।'

সতীশ বাবুর স্ত্রী রেখা রায় বলেন, 'পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে স্বামী আর আমি দুজনে মিলে তিলে তিলে টাকা জমিয়েছিলাম। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম, সেও এখন আমাদের সঙ্গেই থাকে। তার বাচ্চার পড়াশোনার খরচ আমাদেরকে চালাতে হয়। তিন ছেলে আছে। ভেবেছিলাম আমাদের বেঁচে থাকতে একটা পাকা বাড়ি করে দিয়ে যাবো ওদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। সকালে কাজে যাওয়ার সময় এই শাড়িটা পড়েছিলাম সেটাই পড়ে আছি, সব আগুনে পুড়ে শেষ। ভাত খাওয়ার থালাটাও অব্ধি বাকি নেই। লোকেদের থেকে চেয়ে শাড়ি এনেছিলাম বাড়িতে, এখন পুরো নিঃস্ব। যদি সরকার থেকে বাড়ি করে দেয় তাহলেই সম্ভব, না হলে আর এই জীবনে স্বপ্নপূরণ হল না।'

ইছাপুর বস্তির রায় পরিবারের মতোই একাধিক পরিবার মঙ্গলবারের আগুনের ঘটনাতে সর্বস্বান্ত হয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। আগুন সর্বগ্রাসী হয়ে তাদের বেঁচে থাকাটাও আরও অগ্নিদগ্ধ করে দেবে সেটা কখনোই ভাবেন নি ইছাপুর বস্তির বাসিন্দারা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২১ শে ডিসেম্বর, ৪ ঠা পৌষ। বৃহস্পতি বার । নবমী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী বুধে র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই ।

মেষ রাশি :আজ বৃহস্পতিবার । একটু সতর্ক হয়ে চলতে হবে। বন্ধুবেশে ছলনাময় শত্রুকে চিনে নিতে পারবেন। যে কাজটা আটকে ছিল আজ তা হয়ে পড়তে পারে। সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল কাজে আছেন তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্য করেন যারা তাদের অর্থ প্রাপ্তি। বেতনভোগ কর্মচারীদের সুযোগ বৃদ্ধি। ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন সুযোগ আসবে, কর্মের চেষ্টা যারা করছেন আজ অতীব শুভ তাদের জন্য। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে লাল বস্ত্র দ্বারা আরতি করুণ নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি :যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন ,মিডিয়াতে কাজ করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আজকে একটি বিরোধ চলবে। বিবাদ বিতর্ক হবে। বাড়ির নারীর সাথে গৃহ বিবাদ চরমে পৌঁছুবে। প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা আছে। বিদ্যার্থীদের অশুভ। সন্তানের কারণে মানসিকভাবে দুশ্চিন্তা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে, নারিকেল দ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান আপনার শুভ হবে। বাড়ির পরিবেশে শান্তি থাকবে। তৃতীয় ব্যক্তি যাকে ভরসা করে অনেকটা এগিয়েছিলেন আজ তিনি পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবেন। বেতন ভোগী কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহযোগিতায় নতুন পথের সন্ধান মিলবে, বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মিডিয়াতে কাজ করেন লেখালেখি করেন, সাংবাদিকতা করেন, তাদের জন্য আজ শুভ দিন। প্রভাবশালী কোন মানুষের সহযোগিতায় আটকে থাকা কাজ হয়ে পড়বে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে আরত করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পর্কে গুপ্ত শত্রুতা। আজ কেউ বান্ধব বলে সম্মানিত করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা শিক্ষকতা করেন, বিদ্যালয়ে যারা উপদেষ্টামূলক কাজে থাকেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। আইনি বিষয়ে যে জটিলতা ছিল আজ আপনার পক্ষে রায় যাবে বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বেলে তিনটি নারিকেলসহ দেব দেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি :বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। উচ্চ বিদ্যা যোগে গবেষণামূলক কাজ যারা করছেন, তাদের জন্য শুভযোগ। বিদেশ ভ্রমণ করবেন ? করুন। শুভ গ্রহ যোগ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শ্রী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। কোন নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে গিয়ে সম্মান প্রাপ্তির দিন।

কন্যা রাশি : যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে। যারা গাড়ি যানবাহন বিষয়ে ব্যবসা করেন, তাদের সতর্ক থাকার দিন। যারা পরামর্শদাতা রূপে কাজ করেন, তাদেরও সতর্ক থাকতে হবে। অন্যের অর্থনৈতিক চুক্তিতে আপনি সই করবেন না। আইন আপনার বিরুদ্ধে হতে পারে। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের শারীরিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে। সতর্ক থেকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া শুভ। গৃহ মন্দিরে যে কোন নতুন পাঁচটি ফল দিয়ে, দেবদেবীর উদ্দেশ্যে আরতি করুন, ভোগ প্রদান করুন। শুভ হবে।

তুলা রাশি :পরিবারে স্বজন বান্ধবসহ ছোট ভ্রমণ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। পিতা-মাতার সমর্থন ছিল না যে বিষয়ে, আজ সেই বিষয়ে তারা সমর্থন দিতে পারেন। প্রবীণ নাগরিক, ব্যাংক ইন্সুরেন্স থেকে কিছু প্রাপ্তি। ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি সম্ভব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে আতপ চালসহ ভোগ নিবেদন করুন শুভ হবে। শ্বশুরবাড়ির প্রবীণ সদস্য দ্বারা বাস্তু গৃহ ভূমি বিষয় শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। ধৈর্য ধরলে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেন, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা বেতনভোগী কর্ম করেন, তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বিবাহের প্রচেষ্টা করছিলেন কিন্তু সময় শুভ ছিলনা আজ শুভ হবে। প্রবীণ নাগরিকের সাথে ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন এবং পঞ্চ ফল নিবেদন করুন বাবা বিশ্বনাথের চরণে, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের নতুন যোগাযোগের পথ তৈরি হবে। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ। নিশ্চয়ই পশুপালন পশু খামারের সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র ছিল। আজ তার সমাধান হয়ে পড়বে। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার পর তিনি বাড়ি ফিরে আসার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর চরণে পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি ধৈর্য ধরতে হবে। কথা বললেই বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। সকালবেলায় দোকান করা, বাজার করা, নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। বাড়িতে পুরাতন বন্ধুর ফোনে অশান্তি বৃদ্ধি হবে, অপরিচিত ফোন, না ধরা শুভ। যে ছলনাময়ী নারী আপনার পাশে ছিল আজ তিনি স্বরূপ ধারণ করতে পারেন। বিশ্বাসের আগে পরীক্ষা করে দেখে নিন, তিনি আপনার আপনজন কিনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালান, ঘন্টা বাদ্য বাজিয়ে, দেব দেবীর পূজা করুন। কীর্তন আরতি করুন সমস্ত বিপদ নাশ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ অত্যান্ত সতর্ক থাকার দিন। ধৈর্য না ধরলে শান্ত না হলে বিবাদ বিতর্ক দ্বারা সম্মানহানি যোগ। কর্মে দুশ্চিন্তা। যারা বেতনভোগী কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। নইলে অশান্তি করা পরিবেশ তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য বাধা প্রাপ্ত দিন। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরতে হবে। গৃহবধূদের মন মানসিকতা কষ্টদায়ক থাকবে। বাড়ির অসুস্থ রোগীর কারণে ধৈর্যহানি ঘটতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা অরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি :যারা কর্মের আবেদন করছিলেন তাদের জন্য শুভ দিন। প্রেমের জন্য আজ শুভ। পরিবারের বয়স্ক অভিভাবকরা আজ আপনাকে সমর্থন দিতে পারে। ভ্রমণে শুভ। যারা তরল পদার্থ। জল। মাছের ব্যবসা করেন তাদের জন্য শুভ। হারিয়ে যাওয়া কিছু আবার ফেরত আসতে পারে। আজ ধৈর্য ধরে অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে নারিকেলসহ সর্ব দেব দেবীর উদ্দেশ্যে স আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী

গত 18/12/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 18427 নং এফিডেভিট বলে Biswarup Chakroborty S/o. Anil Chakroborty ও A. Chakroborty S/o. Lt. A. K. Chakroborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 08/12/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 6200 নং এফিডেভিট বলে Gopal Chandra Bandyopadhyay S/o. Nirod Baran Bandyopadhyay ও Gopal Chandra Banerjee S/o. Nirod Baran Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 14/12/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 18266 নং এফিডেভিট বলে Surajit Dutta S/o. Parimal Kumar Dutta ও Surajit Kr Dutta, Surajit Datta S/o. P. K. Dutta, Parimal Datta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 27/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15058 নং এফিডেভিট বলে Hemonta Pulay S/o. Bimal Chandra Pulay ও Hemanta Puley, Hemanta Pulay S/o. B. Puley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 15/12/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 18345 নং এফিডেভিট বলে আমি Ujjal Kanti Chanda ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shakti Ranjan Chanda ও S. R. Chanda সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 20/12/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 7002 নং এফিডেভিট বলে আমি Basab Goswami ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Biplab Kumar Goswami ও B. Goswami সাং সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 19/12/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 18507 নং এফিডেভিট বলে Tapas Kumar Adhikary S/o. Radhanath Adhikary ও Tapas Kr Adhikari S/o. R. N. Adhikari সাং ত্রিবেণী, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 20/12/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 6971 নং এফিডেভিট বলে আমি Amirul Islam S/o. Sk Sukur Ali of Torgram, Panchgara, Pandua, Hooghly, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Sukur Ali ও Sk Sukur Ali Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 19/12/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 18506 নং এফিডেভিট বলে Arup Kumar De S/o. Late Anil Kumar De ও Arup Kr. Dey S/o. A. Kr. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 19/12/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 18509 নং এফিডেভিট বলে Siddheswar Dutta S/o. Promatha Nath Dutta ও Siddheshwar Dutta S/o. P. N. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

NOTICE

In the Court of Ld. District Delegate, Kharagpur
Succession Certificate Case No:16/2023
1. VIJAYRAJ 2. DHEERAJ
3. KANCHAN SAROJ
4. SUSHAMA SAROJ
5. SEEMA SAROJ
.....Petitioners

Notice is hereby given to all concern that **UDAY RAJ**, permanent resident of Traffic Gole Kholi, near Durga Mandir, PO- Kharagpur P. S- Kharagpur Town Dist-Paschim Medinipur died on 25.05.2022. He was an employee of S.E.Railway, Kharagpur as Ex. Asst. (works) under SSE/works/ Hijli/S.E.Railway. At the time of his death, he left behind the schedule mentioned assets. The above petitioners applied for Succession Certificate in respect of said sum and the next date of the case in fixed on **05.02.2024**. if any person has got any claim/ objection he/she may appear before this court and file objection within 30 days from the date of publication of this Notice, failing which the case will be heard ex-parte according to law.

Schedule of the property

Name of the Authority where the amount is lying: Sr. Divisional Personnel officer, S.E. Railway, Kharagpur,

Nature of the Settlement dues	Amount
i) G.I.S	Rs.35,307/- (approx)
ii) D.C.R.G	Rs.4,00,392/- (approx)

Total: Rs 4,35,699/-(approx)
By order
Madan Mishra.
Sherestadar
District Delegate Kharagpur
Sub-Division Court, Paschim Medinipur, Dt :18/12/23

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Deligate, Paschim Medinipur
Probate J. Misc Case No. 02/2022

শ্রী মনোরঞ্জন দাস, পিতা-ঁনরসিংহ দাস, সাং- গোপালী, পোঃ-সালুয়া, থানা- খড়্গপুর (লোকাল), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।

অধিন দরখাস্তকারীর পিতামহ গনেশ দাস পিতা- ঁবলরাম দাস ছিলেন। তাঁহার বাসস্থান গোপালী সাকিনে ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে ইং ২১ শে মে ১৯৭৫ তারিখের সম্পাদিত এবং রেজেষ্ট্রীকৃত ৩নং উইল মূলে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি একখন্ড উইল নিজ পরামর্শমত সজ্ঞানে লেখক ও মুসাবিদাকারককে স্বয়ং উপদেশ দিয়া তাহার দ্বারা লেখাইয়া স্বয়ং উক্ত উইল পাঠ করিয়া মর্ম্ম ও ফলাফল সম্যকরূপে অবগত হইয়া সাক্ষীগন সাক্ষাতে রেজেষ্ট্রী করিয়া গিয়াছেন। উক্ত উইলমূলে প্রবেট লইবার জন্য উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমার উত্থাপন করিয়াছি। উক্ত মোকর্দ্দমার দিন ইং ২০/০১/২৪ তারিখে ধার্য্য আছে। উক্ত ধার্য্য দিনে আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি আদি দাখিল করিবেন। অন্যথায় ধার্য্য দিনে শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

(ক) তপশীল সম্পত্তির বিবরন যাহা দরখাস্তকারী মনোরঞ্জন দাস প্রাপ্ত হইবে

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়্গপুর (লোকাল), মৌজা- অমড়াকলা, জে.এল.নং- ২৬১, খতিয়ান নং- ৩৯, ২২ দাগে ডাঙ্গা ৪.৫৮ ডেঃ মধ্যে দক্ষিন পার্শ্বে পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ৩.৩৯ ডেঃ তথা আন্দাজ মূল্য ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ)

(খ) তপশীল সম্পত্তির বিবরন যাহা প্রতিপক্ষ অজিৎ দাস প্রাপ্ত হইবে

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা- আমড়াকলা, জে.এল.নং - ২৬১, খতিয়ান নং- ৩৯, ২১ দাগে ডাঙ্গা ১৮ ডেঃ, ২২ দাগে ডাঙ্গা ৪.৫৮ ডেঃ মধ্যে উত্তর পার্শ্বে পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ১.১৯ ডেঃ ৫৩ দাগে ২.১২ ডেঃ মোট ৩.৪৯ ডেঃ।

আন্দাজ বাজার মূল্য ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা

(ক) ও (খ) তপশীল সম্পত্তির আন্দাজ বাজার মূল্য ৯,০০,০০০, (নয় লক্ষ) টাকা

অনুমত্যানুসারে
সেরেস্তাদার
ডি. ডেলিগেট আদালত পশ্চিম মেদিনীপুর

E-Tender

E- Tenders are invited by The Prodhan, Hanspukuria Gram Panchayat (Under Tehatta- II Panchayat Samity) Hanspukuria, Nadia. **NIET NO. 15/2023-24.** Last date of submission **05.01.2024 up to 10.15p.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Hanspukuria Gram Panchayat.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বছর ঘুরলেই মাধ্যমিক, আগুনে পুড়ে খাক বই, ভবিষ্যতের চিন্তায় নন্দিনী

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: তাহলে কি আর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া হবে না? এই প্রশ্নই এখন মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের কাছে ড্রেনেজ ক্যানেল রোডের ধারে একটি বস্তিতে থাকা মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের। মঙ্গলবারের অগ্নিকাণ্ডে সব হারিয়ে গিয়েছে। আগুনের গ্রাস থেকে কোনওভাবে প্রাণ বাঁচলেও, পড়ার বইগুলো বাঁচানো সম্ভব হয়নি। আগুন নিভতে পুড়ে যাওয়া ঘরটার দিকে তাকিয়ে বস্তির মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরছে মাধ্যমিক তবে দেওয়া হবে না! ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের কাছে ইছাপুর বস্তির বাসিন্দা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী নন্দিনী যাদব। টানাটানির সংসারেই পড়াশোনা। কোনওরকমে বই জোগাড় করে এতদিন চলেছে। শেষ মুহূর্তে তাও ছাই! এখন তবে কী? মাথার ছাদ নেই, পেটের খাবার নেই। মাধ্যমিক দিয়ে আরও লেখ াপড়ার স্বপ্নও তবে আগুন কেড়ে নিল, ভেবে চলেছে সে।

মঙ্গলবারের বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছে তাদের ঘরবাড়ি। আগুনে পুড়ে খাক হয়েছে ঘরের মধ্যে যাবতীয় আসবাবপত্র সহ বই, মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন কার্ড, ভোটার আই কার্ড, আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের বইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সব কাগজপত্র। ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরি শিক্ষা নিকেতন গার্লস স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী নন্দিনী যাদব। নন্দিনীর মা দুর্গা যাদব বলেন, 'আমাদের ঘরের সমস্ত কাগজপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। মেয়ের পড়ার কোনও বই খাতা নেই। এখন কেউ যদি সহযোগিতা করেন তবেই সে পরীক্ষায় বসতে পারবে।'

মঙ্গলবার সন্ধেয় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ডুমুরজলা আগুনের লেলিহান শিখ ায় কমপক্ষে ৫০ টির বেশি ঘর সম্পূর্ণভাবে ভষ্মিভূত হয়ে যায়। মঙ্গলবার রাতেই স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইছাপুর গার্লস স্কুলে অস্থায়ী ক্যাম্প করা হয়। সেই ক্যাম্পেই বাসিন্দারা মাথা গোঁজার ঠাঁই পান। ক্যাম্পেই বাসিন্দাদের থাকা ও খাওয়ার পাশাপাশি তাঁদের জন্য কম্বলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও পড়াশোনার কী হবে, মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি কী ভাবে নেবে সেই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়ছে ইছাপুর বস্তির যাদব পরিবারের।

প্রসঙ্গত মঙ্গলবার সন্ধ্যাতে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ২৪ ঘণ্টা পরেও আতঙ্ক কাটলেও রয়েছে ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা। আগুনে পুড়ে যাওয়া বস্তির চারপাশে এখনও আধ পোড়া বইপত্র, খাতা এবং অন্যান্য আসবাবপত্রর মধ্যে নন্দিনীর মতো পরীক্ষার্থীদের অধরা স্বপ্নও ছড়িয়ে রয়েছে।

বড়দিনে বিশেষ পরিষেবা কলকাতা মেট্রো রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বড়দিনে বিশেষ পরিষেবা দিতে চলেছে কলকাতা মেট্রো। বড়দিন উপলক্ষে কলকাতা মেট্রোর তরফে জারি হয়েছে বিবৃতি। তাতেই বলা হয়েছে ২৫ ডিসেম্বর কমছে মেট্রোর সংখ্যা। ২৮৮টি মেট্রোর পরিবর্তে চলবে ১৯৪টি মেট্রো। তবে বড়দিনের রাতে যাঁরা রাস্তায় থাকবেন তাঁদের জন্য রয়েছে খুশির খবর।

২৫ ডিসেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে। মূলত পার্কস্ট্রিট ও আশেপাশের এলাকায় ওই দিন বড়দিনের উদযাপনে যাঁরা সামিল হবেন তাঁদের সুবিধার কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত বলে মেট্রোর তরফে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে ব্যস্ত সময়ে প্রতি ৮ মিনিট অন্তর পরিষেবা মিলবে বলেও জানানো হয়েছে। সন্ধ্যায় এই সূচি মেনে পরিষেবা মিলবে বলে জানা যাচ্ছে।

নয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে ২৫ ডিসেম্বর সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটের পরিবর্তে ৮টা ৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী প্রথম মেট্রো চলবে। অন্যদিকে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ৯ টায় কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রো পরিষেবা মিলবে। সকাল ৬টা ৫০ এর পরিবর্তে সকাল ৯ টায় দমদম থেকে কবি সুভাষ মেট্রো থাকছে। সকাল ৭ টার পরিবর্তে সকাল ৯ টায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষগামী মেট্রো যাবে।

অন্যদিকে ওইদিন শেষ মেট্রো রাত ৯টা ২৮ মিনিটের পরিবর্তে রাত ১০.৫৮ মিনিটে মিলবে। দক্ষিণেশ্বর থেকে ছেড়ে আসবে কবি সুভাষ। রাত ৯টা ৩০ মিনিটের পরিবর্তে ১১টায় কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বরগামী মেট্রো পরিষেবা মিলবে। রাত ৯টা ৪০ মিনিটের পরিবর্তে রাত ১১টা ১০ নাগাদ দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা মিলবে। রাত ৯টা ৪০ এর পরিবর্তে ১১টা ১০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা মিলবে।

টাটা স্টিল কলকাতা ২৫-কে-র মঞ্চ মাতালেন সারেগামার শিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার অন্যতম বড় ক্রীড়ানুষ্ঠান টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কে-তে মঞ্চ মাতালেন সারেগামা খ্যাত বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীরা।

দৌড় প্রতি যোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন ১৭ হাজার ৫০০জন। সেই সময় মঞ্চে ছিলেন সারেগামা খ্যাত বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীরা। ক্রীড়া ও সঙ্গীতের অভূতপূর্ব মেলবন্ধনের সাক্ষী ছিলেন উপস্থিত দর্শকরা। সুফি, বলিউডের গান, পপ-সহ নানা ধরনের গানে মুখর হয়ে উঠেছিল টাটা স্টিলের ক্রীড়ানুষ্ঠান। জান কুমার শানু, বর্ষা সিং ধানোয়া, রাজা হাসান-সহ একাধিক সঙ্গীত শিল্পী গান করেন ওই দিন। সারেগামার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সিদ্ধার্থ আনন্দ কুমার-সহ আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিবেক সিং, জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর, প্রোকাম ইন্টারন্যাশনাল বলেন, 'সঙ্গীত মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করে।' সারেগামার সঙ্গে টাটা স্টিলের মেল বন্ধন যে দীর্ঘমেয়াদি হবে তেমনই কথাই শোনা যায়।

হরনাথ হাইস্কুলের উদ্যোগে প্রান্তিক মানুষদের জন্য অনুষ্ঠিত কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কাশীপুরে গঙ্গার ঘাটের পাশে একটি ক্লাব মমতা ভবনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয় বাগবাজারের হরনাথ হাইস্কুলের উদ্যোগে। এই কর্মশালা প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক কাজি মাসুম আখতার জানান, মুসলিমরা আমাদের সমাজে শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সবচেয়ে পিছিয়ে। আর এই অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের মধ্যে প্রান্তিক মানুষদের সবাই মুসলিম হওয়ায় কোরানের কথা উল্লেখ করেই শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বার্তাও দেওয়া হয়।কারণ, কোরানের প্রথম শব্দই হল, 'পড়ো বা শিক্ষা গ্রহণ করো'।' এরই পাশাপাশি হরনাথ হাইস্কুলের প্রধান সিক্ষক এও জানান, 'শিক্ষা সকলের মৌলিক অধিকার। সরকারি শিক্ষাঙ্গন মূলত ওদের জন্য। ওঁরা যদি শিক্ষাঙ্গনকে গ্রহণ না করে শিক্ষাঙ্গনের উচিত ওঁদের কাছে পৌঁছে যাওয়া। এই লক্ষ্যেই আমাদের এই উদ্যোগ।'

এরই রেশ ধরে তিনি এও জানান, শহর কলকাতার স্কুলগুলিকে পড়ুয়াপূর্ণ করতে দরকার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, বিচ্যুত পড়ুয়াদের খ ুঁজে বের করা। আর সেই কারণেই দরকার শহর ও শহরতলিতে থাকা একাধিক বস্তিগুলোতে অভিযান চালানো। তাদের উৎসাহিত করা। শিক্ষার উন্নত মান বজায় রেখে শিক্ষার পরিবেশকে সুনিশ্চিত করা।'

রামকৃষ্ণ মিশনের ১১৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গত ১৭ ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মিশনের ১১৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল বেলুড় মঠে। এদিনের এই সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ উপস্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মিশনের ২০২২-২৩ এর কার্যবিবরণী। এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ব্যারাকপুরের গান্ধি স্মারক সংগ্রহালয় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনকে তাদের সেবাকার্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'মহাত্মা গান্ধি স্মৃতি পুরস্কার'-এ ভূষিত করা হয়। এর পাশাপাশি ন্যাশানাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল অর্থাৎ ন্যাক পাঁচ বছরের জন্য রহড়া বিবেকানন্দ সেন্টিনারি কলেজকে এ প্লাস প্লাস এবং কোয়েম্বাতুর কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স ও মারুতি কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশনকে এ প্লাস গ্রেড প্রদান করে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ ৫ পৌষ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

দু'দিন এজলাসে বসেননি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর বাড়িতে গেলেন চাকরিপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি নির্দেশ নিয়ে ক্ষুব্ধ বার অ্যাসোসিয়েশন। সেই নির্দেশ আইনজীবীদের অনুরোধে বিচারপতি প্রত্যাহার করলেও তাদের দাবি, বিচারপতিকে ক্ষমা চাইতে হবে।

এই ঘটনার পরই মঙ্গলবার ও বুধবার হাইকোর্টের এজলাসে বসেননি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কোথায় কখন কোন বিচারপতির এজলাস তা নিয়ে হাইকোর্টের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হলেও, মঙ্গলবার থেকে তাতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম ছিল না। তাঁর এজলাসের মামলা পাঠানো হয়েছে অন্য এজলাসে।

এই পরিস্থিতিতে এবার বিচারপতির সল্টলেকের বাসভবনে পৌঁছে গেলেন চাকরিপ্রার্থীরা। বুধবার সন্ধ্যায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাসভবনে পৌঁছে যান র ওয়ার্ক এডুকেশনের চাকরিপ্রার্থীরা। হাতে ব্যানার 'ভগবানের দর্শন করতে এসেছি।' বাসভবন থেকে বেরিয়ে

চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাও বললেন বিচারপতি।

চাকরিপ্রার্থীরা তাঁকে জানান, 'ওয়ার্ক এডুকেশনের শিক্ষকপদে নিয়োগের জন্য কাউন্সেলিংয়ের পর সুপারিশপত্রও হাতে পেয়েছেন তাঁরা। কিন্তু নিয়োগপত্র পাচ্ছেন না। এই শিক্ষাগত যোগ্যতায় প্রাথমিক টেট বা অন্য কোনও পরীক্ষায় বসার অনুমতিও পাওয়া যাবে না। বিচারপতিকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের চাকরির বিষয়টি দেখতে অনুরোধ করেন চাকরিপ্রার্থীরা।

চাকরিপ্রার্থীদের আবেদন শুনে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় কারও সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন। এর পর তিনি বলেন, আপনাদের সুপার নিউমেরারি পদে নিয়োগের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বিষয়টিতে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর স্থগিতাদেশ রয়েছে। তখন চাকরিপ্রার্থীরা জানান, বিচারপতি বসু মামলাটি ছেড়ে দিয়েছেন। তার পর মামলা কোথায় গিয়েছে জানা নেই। তখন বিচাপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, আপনারা আপনাদের আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন, তিনি এব্যাপারে আপনাদের সাহায্য করবেন।

চাকরিপ্রার্থীরা বলেন, আমাদের কাছে আর টাকা নেই স্যার। শুনে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় চাকরিপ্রার্থীদের লিগ্যাল এইডে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তাদের দপ্তরের ঠিকানাও বলে দেন তিনি। বিচারপতি বলেন, 'এব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। যা করার আদালত করবে। তবে আদালতে সত্যের জয় হবেই।'

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের একের পর এক নির্দেশে চাকরিপ্রার্থীদের একটা বড় অংশ তাঁকে ভরসা করতে শুরু করেছেন। বিচারপতির এজলাসে যে ন্যায় বিচার হবে, সেটা তাঁরা বিশ্বাস করেন। সেই জায়গা থেকেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় অনেকের কাছে 'মসিহা' হয়ে উঠেছেন।

কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে স্বস্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। বুধবার ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি অমৃতা সিনহার সিঙ্গল বেঞ্চের প্যানেল প্রকাশের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। আগামী চার সপ্তাহের জন্য এই নির্দেশ স্থগিত রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১২ ডিসেম্বর ৪২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার সিঙ্গল বেঞ্চ। ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ ও ২০২০ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জেলা ভিত্তিক প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। উল্লেখিত তারিখে, আদালতের পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুযায়ী হলফনামা পেশ করেছিল পর্ষদ। হলফনামায় জানানো হয়, অতীতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে একটি প্যানেল প্রকাশ করেছিল আদালত। কিন্তু ২০১৬-র নিয়োগর নিয়ম অনুযায়ী প্যানেল প্রকাশের নিয়ম নেই।

কিন্তু পর্ষদের এই নির্দেশ মানতে রাজি হয়নি কলকাতা হাইকোর্ট। পর্ষদের আইনজীবীকে বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানান, নিয়োগের প্যানেল খতিয়ে দেখার অধিকার আদালতের রয়েছে। প্যানেল প্রকাশের বিরোধিতা করে পর্ষদ কোনও কিছু আড়াল করতে

চাইছে কি না, সেই প্রশ্নও করেন বিচারপতি সিনহা।

এই মামলায় এর আগে নিয়ম বহির্ভূতভাবে চাকরি পাওয়া ৯৪ জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার নির্দেশ দেন বিচারপতি সিনহা। পর্ষদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারপতিকে বলে শোনা যায়, 'যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের কাছে প্রতিটা দিনের মূল্য রয়েছে। বঞ্চিতরা আর কতদিন অপেক্ষায় থাকবেন! দিনের পর চাকরি প্রার্থীদের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। দেড় মাস হয়ে যাওয়ার পরও পর্ষদ কেন হলফনামা দিতে পারল না?' একইসঙ্গে হলফনামা দেওয়ার জন্য পর্ষদকে সাতদিন সময় দিয়ে বিচারপতি জানান, ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে আদালতে দুটি প্যানেল জমা দিতে হবে। ১২ ডিসেম্বর প্যানেল জমা না দেওয়ার কারণে পর্ষদকে বিচারপতির ধমক খেতে হয়।

এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। সেই মামলারই শুনানি ছিল বুধবার বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি উদয়কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে। বুধবারের শুনানির পর বিচারপতির সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের উপর ৪ সপ্তাহের অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশের নির্দেশ বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, এই চার সপ্তাহের মধ্যে শুনানি চালাতে পারবে সিঙ্গল বেঞ্চ। আদালত জানিয়েছে, পরবর্তী শুনানির আগে আদালতে ফের তদন্তে অগ্রগতির রিপোর্ট দেবে সিবিআই। তারপরই এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি করবে ডিভিশন বেঞ্চ।

রাজ্যপালকে 'বোম্বাগড়ের রাজা' বলে কটাক্ষ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে 'বোম্বাগড়ের রাজা' বলে কটাক্ষ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। পাশাপাশি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন করার জন্য কোর্ট মিটিং ডাকায় কেন সম্মতি দেননি রাজ্যপাল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ব্রাত্য। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেনেট, সিন্ডিকেট, কোর্ট, কর্মসমিতির বৈঠক ঘিরে রাজভবন এবং নবান্নের মধ্যে এমনিতেই সংঘাত চলছে। এদিকে বুধবার ব্রাত্য তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, যাদবপুরের স্ট্যাটিউট তথা সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে উচ্চশিক্ষা দপ্তর নানা আইনি জটিলতা সত্ত্বেও ২৪ ডিসেম্বর সমাবর্তনের অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু রাজ্যপাল সমাবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় কোর্ট মিটিং ডাকতেই সম্মতি দেননি আইনি অনিশ্চয়তার

কারণ দেখিয়ে অথচ তিনি একই আইনি পরিমণ্ডলে রাজ্য সরকারের অনুমোদন না নিয়েই একাধিক সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন করিয়েছেন। আর এখানেই শিক্ষামন্ত্রীর অভিযোগ, রাজ্যপালের সমস্ত কাজের পিছনে মূল বিষয় হল রাজ্য সরকারের বিরোধিতা। এই প্রসঙ্গে ব্রাত্য এ প্রশ্নও তুলেছেন, তাহলে তাঁর আসল লক্ষ্য কি ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ নয়? রাজ্য সরকারের বিরোধিতাই সব কিছুর মূলে?

প্রসঙ্গত, এর আগে ব্রাত্য রাজ্যপালকে মত্ত হাতির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। রাজ্যপালের পদে আসীন হওয়ার পর বোস নিজের মতো করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা না করেই রাজ্যপাল তথা আচার্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। উপাচার্য, অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। কথা বলেন পড়ুয়াদের সঙ্গেও। তা নিয়ে রাজ্য সরকার উষ্মা প্রকাশ করে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়ে না ঘুরে রাজ্যের বিলগুলি ছেড়ে দিলে উপকৃত হই। এক ধাপ এগিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, উনি মত্ত হাতির মতো দাপিয়ে না বেড়িয়ে আমাদের বিলগুলি ছেড়ে দিলে ভালো হয়।'

'আত্মহত্যার চেষ্টা' রিলায়েন্স জুটমিলের মহিলা শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিষাক্ত কোনও কিছু পান করে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিলের এক মহিলা শ্রমিক। ওই জুটমিলের আর এক শ্রমিকের দাবি, রাসায়নিক জাতীয় কিছু খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ওই মহিলা। তাঁর নাম মিনা সাউ। চায়না তাঁত বিভাগে কাজ করতেন তিনি। জুটমিল মিল শ্রমিক রাম দীনানাথ যাদব বলেন, 'তিন-চারদিন ধরে মিনা সাউ কাজ পাচ্ছিলেন। ওনাকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই চায়না তাঁত বিভাগের শ্রমিক মিনা সাউ চট ওয়াশ করার কেমিক্যাল খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।' অভিযোগ, এখানে জিরো নাম্বার কিংবা ঠিকা শ্রমিকদের কাজ দেওয়া হচ্ছে। অথচ নাম্বারওয়ালা শ্রমিক মীনা দেবী কাজ পাচ্ছিলেন না। তাই হয়তো অবসাদগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কল্যাণী ইএসআই হাসপাতালে মহিলার চিকিৎসা চলছে।

নবমতম পানিহাটি উৎসবের সূচনা বিধানসভার অধ্যক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার সন্ধেয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে নবমতম পানিহাটি উৎসব ও বই মেলার সূচনা করলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোদপুর আমরাবতীর মাঠে আয়োজিত উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন হাজির ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, স্থানীয় বিধায়ক তথা পানিহাটি

উৎসবের সভাপতি নির্মল ঘোষ, পানিহাটি পুরসভার পুরপ্রধান ও উপ-পুরপ্রধান যথাক্রমে মলয় রায় ও সুভাষ চক্রবর্তী, খড়দা পুরসভার চেয়ারপার্সন নীলু সরকার-সহ বিশিষ্ট জনেরা। উৎসব কমিটির সভাপতি তথা পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ বলেন, ১১ দিন ব্যাপী চলবে এই উৎসব ও বইমেলা। উৎসবের মাধ্যমে বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলে ধরাই তাদের মূল লক্ষ্য।

৩১ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ৪৬ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা। তার আগে মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখল কলকাতা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার গিল্ড। ছবি: অদিতি সাহা

আরও ভালো পূর্বাভাস পেতে জোড়া রেডার বসাবে আলিপুর হাওয়া অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বহু বছর ধরে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাসের জন্যে আলাদা একটি রেডার বসানোর পরিকল্পনা চলছিল। সেই মতো মালদায় বসতে চলেছে রেডার। তবে একটা নয়। জোড়া রেডার বসানোর পরিকল্পনা নিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। একটি বসছে মালদায় যেটি উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার মতিগতি জানান দেবে। অন্যটি বসছে ডায়মন্ড হারবারে।

হাওয়া অফিসের কর্তারা জানালেন, জোড়া রেডার বসে গেলে আরও সহজ ও নিখুঁত দেওয়া যাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস। রেডার বসানোর কাজ অতি দ্রুতই হয়ে যাবে বলে আশা। মালদায় ও ডায়মন্ড হারবারে একজোড়া পোলারিমেট্রিক রেডারে এক ধাক্কায় ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যাচ্ছে কলকাতার রিজিওনাল মিটিওরোলজিক্যাল সেন্টার বা আলিপুর হাওয়া অফিসের। এই প্রসঙ্গে আলিপুর হাওয়া অফিসের কর্তারা জানান, বহু বছর ধরে উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার জন্যে আলাদা একটি রেডার বসানোর পরিকল্পনা চলছিল। শেষ পর্যন্ত সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর সাবট্রপিক্যাল হর্টিকালচার (সিআইএসএইচ) দপ্তরকে রেডার বসানোর উপযুক্ত জায়গা হিসেবে বেছে দেওয়া হয়।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মালদার রেডারটি সি-ব্যান্ড রেডার। রেঞ্জ ৩৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত।' অন্য দিকে, ডায়মন্ড হারবারের রেডারটি ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসানো হবে। এ জন্যে আবহাওয়া দপ্তর মউ স্বাক্ষর করেছে রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে। তিনি জানান, ডায়মন্ড হারবারের রেডারটি এক্স-ব্যান্ড পোলারিমেট্রিক ডপলার রেডার। এর রেঞ্জ ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

কেক ব্যবসায় নিউমার্কেট, বো ব্যারাকের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন গৃহস্থের মহিলা কেক ব্যবসায়ীরা

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত কেক কেনার কথা উঠলেই প্রথমেই মনে আসতো নিউ মার্কেট আর বো ব্যারাকের কথা। তবে সময়ের সঙ্গে বদলেছে অনেক কিছুই। তার প্রভাব পড়েছে কেক শিল্পেও। এখন আর শুধু নিউ মার্কেট নয়, বো ব্যারাক, নানা পাড়ায় পাওয়া যায় রকমারি কেক। আগে পুরনো কলকাতার অ্যাংলো পাড়ায় ছোট ছোট বহু বেকারি ছিল, যেখানে ক্রেতারা তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী কেক তৈরির সরঞ্জাম কিনে দিলে বিক্রেতারা কেক বানিয়ে দিতেন। এখন তেমন ভাবে কেক বানানোর চলও কমেছে। তবে নিজের পছন্দ মতো কেকের বরাত দেওয়া যায় বিভিন্ন গৃহস্থের কেক ব্যবসায়ীদের কাছে। তাঁরা ক্রেতার প্রয়োজনের কথা জেনে নিয়ে সেই মতো কেক বানিয়ে দিব্যি পাঠিয়ে দেন নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

ঠিক এমনই এক হোম বেকারের সন্ধান মিলল কেকেশ্বরী অনলাইনে। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী কেক তৈরি করেন মৌমিতা গুপ্ত। বছর দুয়েক আগে থেকেই পেশাদার কেক-শিল্পী হিসাবে কাজ করছেন তিনি। বাবার জন্মদিনে নিজে হাতে কেক তৈরি থেকেই পথচলা শুরু। আর পিছন ফিরে থাকাতে হয়নি মৌমিতাকে। সাধারণ কেকের পাশাপাশি মৌমিতার বিশেষত্ব হল প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন করা। আর এই কেক বানানো নিয়ে মৌমিতার বক্তব্য, 'হঠাৎই এক দিন মাথায় এল গুড় দিয়ে যদি কিছু করা যায়। শীতের সময়ে পিঠে, পুলি তো মানুষ খেতেই থাকেন। কিন্তু গুড় দিয়ে কেক তৈরি করলে বিষয়টা কি খুব খারাপ হবে?' প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরেওমৌমিতার কাছে ক্রেতারা মাসখানেক আগে থেকেই নলেন গুড়ের লোফ কেক, নলেন গুড়ের জার কেক, কাপ কেক, পিঠে পেস্ট্রি, নলেন গুড়ের বরাত দিয়ে রেখেছেন।

এদিকে আবার শুধু ব্যবসা নয়, কেক-শিল্পের মাধ্যমে সমাজের বিশেষ একটি স্তরের মানুষদের মূল স্রোতে ফেরানোর নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে 'শুকতারা কেকস'। একেবারে নিজস্ব উদ্যোগে তৈরি এই

'শুকতারা' এক সময়ে শুধুই মানসিক এবং শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধীদের আশ্রয়ের জায়গা ছিল। কিন্তু ২০১৩ থেকে সোমনাথ সর্দারের উদ্যোগে শুকতারার বিশেষ ভাবে সক্ষম ছেলেদের নিয়েই গড়ে উঠেছে এই বেকারি। এই বেকারির কেক প্রসঙ্গে সোমনাথবাবু জানান, 'কলকাতায় বসে ফরাসি ম্যাডেলাইন, ফিনান্সিয়ার স্বাদ পেতে চাইলে একবার শুকতারা বেকারির দ্বরস্থ হতেই হবে। এছাড়াও পাওয়া যাবে মুসান্সি এবং পোস্ত দেওয়া ফ্রুট কেক। জিঞ্জার, সিনামন এবং ওয়ালটনাট কেক। ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি পর্যন্ত কেক দাম ৩৫০ থেকে ৬০০ টাকার মধ্যে। ফিনান্সিয়া এবং ম্যাডেলাইনের এক বক্সের দাম ৬০০ টাকার আশপাশে। বড়দিনে শুকতারা বেকারির কেক খেতে চাইলে দু'দিন আগে অর্ডার দিতে হবে। অনলাইনে শুকতারা কেকস দিয়ে খুঁজে দেখলেই হবে।'

করোনা অতিমারির সময়ে বাড়ি থেকে অনলাইনে কেক তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন লেক টাউনের বাসিন্দা সুদেষ্ণা দত্ত মুখোপাধ্যায়। পেশাদার কেকশিল্পী হওয়ার স্বপ্ন দেখেই কেক তৈরি শুরু করেছিলেন তিনি। প্রথম দিকে বন্ধুবান্ধবদের, পরিচিতদের কেক তৈরি করে খাওয়াতেন। পরে দু'-একটি অর্ডারও আসতে শুরু করে। কিন্তু কেকের চাহিদা এখন এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যে, আগে থেকে অনলাইনে বা ফোনে অর্ডার না দিলে ডেলিভারি করাই মুশকিল হয়। বাড়িতে কেক বানানোর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সুদেষ্ণা জানান, 'জন্মদিন, বিয়ে বা বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ক্রেতাদের পছন্দ অনুযায়ী কেক তৈরি করতাম। কিন্তু এখন তো বড়দিনের জন্য অনেকেই কেক চাইছেন। তাই তাঁদের চাহিদা মতো রিচ ফ্রুট কেক, চকোলেট ওয়ালনাট কেক তৈরি করছি। তবে দোকানের মতো আগে থেকে কেক বানিয়ে রাখা থাকে না বলে অন্তত দু'দিন আগে অর্ডার দিতে হয়।'

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার ইডি-র স্ক্যানারে পার্থ ঘনিষ্ঠ 'ভজা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র স্ক্যানারে এবার পার্থ ঘনিষ্ঠ পার্থ সরকার ওরফে ভজা। সূত্রের খবর, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ কলকাতা পুরসভার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলর এই পার্থ সরকার ওরফে ভজা। এর আগেও পার্থ সরকারের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। ইডির দাবি, ভজার কাছে পৌঁছত দুর্নীতির টাকা। আর তা উল্লেখ করা হয়েছে চার্জশিটেও। চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ধৃত তৃণমূলের বহিষ্কৃত ছাত্র নেতা কুন্তল ঘোষ ও মন্ত্রী পার্থর মধ্যে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন অন্যতম মিডলম্যান। ইডি-র দাবি, অযোগ্য প্রার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও পার্থর নাম উঠে এসেছে। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, বুধবার সকাল সাড়ে ১১টায় সিজিওতে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁকে। প্রসঙ্গত, এর আগে কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্তকেও তলব করেছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বিরোধী নেতা থাকাকালীন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মালিকানাধীন মিনিবাসের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন ভজা। সেই থেকেই ঘনিষ্ঠতা। ধীরে ধীরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অত্যন্ত কাছের লোক হয়ে ওঠেন তিনি। এলাকাবাসীদের কাছেও তিনি নেতা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, নেতার 'ভাই' বলেই পরিচিত ছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আর্থিক লেনদেনের বিষয়টিও দেখা করতেন। এই প্রসঙ্গেই ইডি-র দাবি, নিয়োগ দুর্নীতির ক্ষেত্রেও ভজার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইডি উল্লেখ করেছে, যোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা এবং কয়েক কোটি টাকা ভজার মাধ্যমেই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছত। শুধু তাই নয়, গত ১২ বছরে ভজার আর্থিক সম্পত্তির বিকাশ ঘটেছে বহুল। সূত্রের খবর, পার্থর সুপারিশেই তিনি ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডে মনোনয়ন পেয়েছিলেন। তারপর তৃণমূলের টিকিটে জিতে কাউন্সিলর। মিনিবাসের রক্ষণাবেক্ষণ করা ব্যক্তিটি এখন ঠিক কত টাকার মালিক, তা খতিয়ে দেখতে চান তদন্তকারীরা। তাই ভজার ১২ বছরের সম্পত্তি ও আর্থিক লেনদেনের সমস্ত ডিটেইলস তলব করেছেন তদন্তকারীরা।

সম্পাদকীয়

শিশুদের নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতেই হবে

শ্রমজীবী মায়েরা কাজের সময়ে শিশু সন্তানকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রেখে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু আমরা এখনও ভেবে উঠতে পারিনি, এই শ্রমজীবী মায়েরাও 'ওয়ার্কিং মাদার'। তাঁদের সন্তানরাও ভবিষ্যতের নাগরিক হিসেবে দেশের উন্নয়নের সূচক বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। গতানুগতিক ভাবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে, বা সরকারি স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মিড-ডে মিলে দু'হাতা খিচুড়ি ও আধ সিদ্ধ ডিমের বাইরে কী বরাদ্দ করা সম্ভব, আমরা ভাবি না। যথাযথ পুষ্টি বিধানের আদর্শের বাস্তবায়ন সরকারিভাবে আর কবে করা হবে? সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত মায়েদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৯০ দিন থেকে ধাপে ধাপে বাড়িয়ে ১৮০ দিন করা হয়েছে। পুষ্টি বিজ্ঞানে মাতৃদুগ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম, তাই এই সরকারি উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য। কিন্তু অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত অসংখ্য মায়েদের জন্য 'মাতৃত্বকালীন ছুটি'-র ভাবনা এখনও আকাশকুসুম কল্পনা। অথচ, জীবনযাত্রার ধরন বদলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলা জিনিসপত্রের দাম আজ ধনী-গরিব নির্বিশেষে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই অর্থ উপার্জন করতে পথে নামিয়েছে। অণু পরিবারে সন্তানকে দেখাশোনা করার ব্যবস্থা করতে কর্মরত দম্পতিদের সমস্যা অবর্ণনীয়। সংগঠিত ক্ষেত্রে সবেতন 'মাতৃত্বকালীন ছুটি' বা সন্তানের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ৭২০ দিন 'সন্তান পরিচর্যার ছুটি'-র সংস্থান থাকলেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে সেই সুবিধা নেই, আয়া রেখে সন্তান বড় করার সামর্থ্যও নেই। ফলে শিশু দিবসে আলের উপরে ঘুমন্ত শিশুর ছবি, কিংবা নারী দিবসে শিশুকে পিঠে গামছা বাঁধা অবস্থাতে কর্মরত মায়ের ছবি সংবাদমাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে আমরা দেখতে পাই। কাজেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোকে শুধুমাত্র খিচুড়ি বিলির কেন্দ্র হিসাবে না রেখে, অন্যান্য রাজ্যের মতো সাত-আট ঘণ্টার ক্রেশ হিসেবে গড়ে তোলা হোক। সন্তানদের সঠিক পরিচর্যার জন্য এই উদ্যোগ 'নিউট্রিশন রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার'-এর চেয়েও অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়া পুরনিগম, পুরসভা, পঞ্চায়েত, স্বাস্থ্য দফতর, স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মিলিত উদ্যোগে আরও অতিরিক্ত ক্রেশ, ডে কেয়ার সেন্টার বা ডে বোর্ডিং স্কুলের ব্যবস্থা করলে সংগঠিত ও অসংগঠিত; উভয় ক্ষেত্রে মায়েরা নিশ্চিন্তে ঘরে-বাইরে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবেন। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সুস্থ-সবল ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরি করতে হলে 'পঞ্চাশ বছরের ঘুণধরা প্রকল্পের বাইরে নতুন করে চিন্তা করতে হবে।' শ্রীহীন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে খিচুড়ির লাইনে পুষ্টিহীন সারিবদ্ধ শিশু, অথবা আয়ার অজ্ঞতায় সচ্ছল পরিবারেও ভগ্নস্বাস্থ্য শিশুর ছবি রাষ্ট্রের লজ্জা।

শাশ্বত কথা

আশ্রয়ীর রক্ষা

যে যাঁহার আশ্রয় লইয়াছে তিনি তাহাকে রক্ষা করেন। রাত্রের প্রথম প্রহরে সকলেই জাগরিত থাকে, দ্বিতীয় প্রহরে জাগরিত থাকে ভোগী লোক, তৃতীয় প্রহরে চোর জাগরিত থাকে, আর চতুর্থ প্রহরে জাগরিত থাকেন যোগীপুরুষ। কেহ বিষয়ে মগ্ন হইয়া আছি যেখানে আমার মন লাগিয়াছে। অর্থাৎ যেখানে লগ্ন (আসক্ত) হইলে সমস্ত বিষয়ের আসক্তি কেটে যায়। ওহে কবীর, তুমি বৃথা কি বাক্য ব্যয় করিতেছ, যমুনার তীরে চল। সেখানে একটি মাত্র গোপীর প্রেমেই কোটি কবীর ভাসিয়া যাইতে পারে। কখনও ঘন দুধ ঘি, কখনও বা এক মুষ্ঠি ছোলা, কখনও বা মুষ্ঠি ভিক্ষাও হয় তো মিলিবে না-এই তিনই সাধুর পক্ষে সমান জানিতে হইবে।

— শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত

১৯৫৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেটে খেলোয়াড় কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের জন্মদিন।*
১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা গোবিন্দার জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ওয়াই এস জগমোহন রেড্ডির জন্মদিন।*

বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি ও বাঙালি সমাজে

যীশু এবং বড়দিন

এস ডি সুব্রত

বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বব্যাপী যে দিনটাকে সবচেয়ে বেশি মানুষ উদযাপন করে সেটি হচ্ছে বড় দিন। যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন। ফিলিস্তিনের বেথেলহেমে এই দিনে এক জরাজীর্ণ গোয়ালঘরে জন্ম নিয়েছিলেন এক মহামানব যার নাম যিশু খ্রিস্ট। তখন থেকেই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা এই দিনটিকে বড়দিন হিসেবে পালন করে আসছে। দেড় হাজার বছরের অধিক কাল ধরে পালিত হয়ে আসছে বড় দিন। ব্যাপক আড়ম্বরের মাধ্যমে দেশে দেশে এ দিনটি পালিত হয়। সান্তা ক্লজের আবির্ভাব, ক্রিসমাস ট্রি , আলোক সজ্জা, উপহার, কেক, ঘোরাঘুরি, মজার খাবার, গীর্জায় প্রার্থনা এবং প্রিয়জনের সান্নিধ্যে কাটানো হয় দিনটি পরম আনন্দে। এটা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। 'বড়দিন' শব্দটি সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করেছেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কারণ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'বড়দিন'কে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন। 'বড়দিন' শিরোনামের কবিতায় তিনি লিখেছেন, 'যদিও আমরা হই হিন্দুর সন্তান। বড়দিনে সুখি তবু, খৃষ্টান সমান।' আরেকটি 'বড়দিন' কবিতায় তিনি ইংরেজ সাহেব সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন, 'খৃষ্টের জন্ম দিন, বড়দিন, বড়দিন নাম। বহু সুখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম, কেরানী, দেওয়ান আদি, বড়বড় নেট। সাহেবের ঘরে ঘরে, পাঠাতেছে ভেট।' কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'বড়দিন' কবিতায় যীশু খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণকে তুলনা করে এক চমৎকার উপমা বেঁধেছেন, 'কেথলিক, দল সব, প্রেমানন্দে দোলে। শিশু ঈশু গড়ে দেয়, মেরিমার কোলে বিশ্বমাঝে চারু রূপ, দৃশ্য মনোলোভা যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোভা এখানে মেরি ও যীশুর সঙ্গে যশোদা ও কৃষ্ণের তুলনা করেছেন। যে যীশু নাজারেথের যীশু, বিদেশী ইংরেজদের যীশু, সেই যীশু ও মেরী, বাঙালী ও বাংলা ভাষাভাষি মানুষের আত্মার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার লেখনীর মাধ্যমে যিশুখ্রিস্টের নাম ও বড়দিনের বিষয়ে তুলে ধরেছেন। তার বিষের বাঁশি কাব্যগ্রন্থের 'সত্য-মন্ত্র' কবিতায়, খ্রিস্ট নাম উচ্চারিত হয়েছে এভাবে —

'চিনেছিলেন খ্রিস্ট বুদ্ধ
কৃষ্ণ মোহাম্মদ ও রাম
মানুষ কী আর কী তার দাম।'

তিনি প্রলয়-শিখা কাব্যের নমস্কার কবিতায় লিখেছেন,

'তব কলভাষে খল খল হাসে বোবা ধরণীর শিশু,
ওগো পবিত্রা, কূলে কূলে তব কোলে দোলে নব যিশু।'

চন্দ্রবিন্দু কাব্যগ্রন্থের 'ভারতকে যাহা দেখাইলেন' সেই কবিতায় তিনি লিখেছেন —

'যিশুখ্রিস্টের নাই সে ইচ্ছা
কি করিব বল আমরা!
চাওয়ার অধিক দিয়া ফেলিয়াছি
ভারতে বিলিতি আমড়া।'

'বড়দিন' শিরোনামের কবিতায় তিনি অসাম্যের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে লিখেছেন,

'বড়লোকদের 'বড়দিন' গেল, আমাদের দিন ছোটো,
আমাদের রাত কাটিতে চায় না, খিদে বলে নিবে ওঠো।
পচে মরে হায় মানুষ, হায়রে পঁচিশে ডিসেম্বর।
কত সম্মান দিতেছে প্রেমিত খ্রিস্টে ধরার নর।
ধরেছিলে কোলে ভীরু মানুষের প্রতীক কি মেষ শিশু?
আজ মানুষের দুর্গতি দেখে কোথায় কাঁদিছে যিশু!'

তার বিখ্যাত কবিতা 'দারিদ্র্য'-এর মধ্যে দারিদ্র্যের জয়গান করতে গিয়ে তিনি যিশুখ্রিস্টের উপমা তুলে ধরেছেন—

'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা।'

নজরুল তাঁর 'বারাঙ্গনা' কবিতায় মা মেরীর মাতৃত্বের জয়গান গেয়েছেন। তিনি এখানে মা অহল্যা ও মা মেরীর উপমা তুলে ধরেছেন —

'মুনি হলো শুনি সত্যকাম সে জারজ জবালা শিশু,
বিস্ময়কর জন্ম যাহার-মহাপ্রেমিক যিশু!
অহল্যা যদি মুক্তি লভে না, মেরী হতে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্য বিমল সত্য সেবি?'

ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার 'বড়দিন' শিরোনামের কবিতায় স্বার্থহীন ভালোবাসার কথা বলেছেন —

'তাই তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,
স্মরণে যার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীয়ান চিত্ত স্বার্থহীন।
আমরা তোমায় ভালোবাসি, ভক্তি করি আমরা অখ্রিস্টান,
তোমার সঙ্গে যোগ যে আছে এই এশিয়ার, আছে নাড়ির টান।'

কবি জীবনানন্দ দাশের 'আজ' কবিতায় বড়দিনের ভিন্ন মাত্রা দেখতে পাই। তিনি বলেছেন —

'আর ওই দেবতার ছেলে এক ক্রুশ তার বুকে,
সে শুধু জেনেছে ব্যথা, ক্রুশে শুধু যেই ব্যথা আছে!
...এ হৃদয়ে নাই কোন ক্রুশ কাঠ ধরিবার সখ,
পাপের হাতের থেকে চাই নাকো কোনো পরিত্রাণ!
শীতল করিতে পার, ক্রুশ, তুমি আমার উত্তাপ,
নির্মল করিতে পার, ন্যাজারিন, এই আবিলতা?'

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় বড়দিনের অনেক চিত্র দেখতে পাই। তার পুনশ্চ কাব্যের 'শিশু তীর্থ' কবিতায় শিশু যীশুর চিত্র তুলে ধরেছেন। 'মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু, উষার কোলে যেন শুকতারা। ...উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।' তিনি পুনশ্চ কাব্যের 'মানবপুত্র' কবিতায় লিখেছেন, 'মৃত্যুর পাত্রে খৃষ্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন রবাহূত অনাহূতের জন্যে, তারপরে কেটে গেছে বহু শত বছর। আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্তধামে। চেয়ে দেখলেন, সেকালেও মানুষ ক্ষতবিক্ষত হত যে-সমস্ত পাপের মারে...।' রবীন্দ্রনাথ 'খৃষ্ট' প্রবন্ধ গ্রন্থের 'যিশু চরিত' 'মানবসম্বন্ধের দেবতা' 'খৃষ্টধর্ম' 'খৃষ্টোৎসব' 'বড়োদিন' ও 'খৃষ্ট' প্রবন্ধগুলোর মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। 'যিশু চরিত' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'তিনি আপনাকে বলিয়াছেন মানষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন। তাই তিনি দেখাইয়াছেন, মানুষের মনুষত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যেরও নহে, আচারের অনুষ্ঠানেও নহে; কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য। মানব সমাজে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন।... তাই ঈশ্বরের পুত্ররূপে মানুষ সকলের চেয়ে বড়ো, সাম্রাজ্যের রাজারূপে নহে।' তিনি লিখেছেন, 'মানুষকে এই মানবপুত্র বড়ো দেখিয়াছেন বলিয়াই মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই।' অপরদিকে 'খৃষ্টধর্ম' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, তথিনি বড়ো তিনি যে প্রেমিক।

বড়দিন সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'বড়োদিন' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'আজ তাঁর জন্মদিন এ কথা বলব কি পঞ্জিকার তিথি মিলিয়ে? অন্তরে যে দিন ধরা পড়ে না সে দিনের উপলব্ধি কি কালগণনায়? সেদিন সত্যের নাম তাগ করেছি, যেদিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেইদিনই পিতার পুত্র আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইদিনই বড়োদিন যে তারিখেই আসুক। ...সেদিন বড়োদিন নিজেকে পরীক্ষা করার দিন, নিজেকে নম্র করার দিন।' তিনি 'খৃষ্টোৎসব' প্রবন্ধ শুরু করেছেন তার 'গীতাঞ্জলি'র একটি কবিতা বা একটি গান দিয়ে, 'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নিচে। আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন 'বড়দিন' নিয়েই শুধু রচনা করেননি। তিনি যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন 'বড়দিন' দেশে বিদেশে যখন যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই পালন করেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম তিনি বড়দিন উৎসব পালনের আয়োজন করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি ২৫ ডিসেম্বর 'বড়দিন' পালিত হয়ে আসছে। ২৫ ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের মন্দিরে যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিন পালন করা হয়। ধ্বনিত হয় যীশু খ্রীষ্টের প্রার্থনা সঙ্গীত, নাম জপ ও বাইবেল পাঠ। ধ্যান প্রার্থনার পর সবাই জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে ছাতিমতলায় সম্মিলিত হয়। কবি জীবনান্দ দাশের 'আজ' কবিতায় বড়দিনের ভিন্ন মাত্রা দেখতে পাই। 'আর ওই দেবতার ছেলে এক ক্রুশ তার বুকে, সে শুধু জেনেছে ব্যথা, ক্রুশে শুধু যেই ব্যথা আছে! ...এ হৃদয়ে নাই কোন ক্রুশ কাঠ ধরিবার সখ, পাপের হাতের থেকে চাই নাকো কোন পরিত্রাণ! শীতল করিতে পার, ক্রুশ, তুমি আমার উত্তাপ, নির্মল করিতে পার, ন্যাজারিন, এই আবিলতা?'

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার সঙ্গে কবিগুরু যুক্ত করেছিলেন বড়দিনের উৎসবকে। যিশুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থেকেই লিখেছিলেন 'মানবপুত্র', 'শিশুতীর্থ'-এর মত কবিতা। 'একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে' গানটি তিনি রচনা করেন খ্রিস্ট-উৎসব উপলক্ষে, ১৯৩৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর। পরের দিন শান্তিনিকেতনে বড়দিনের উৎসবে গানটি গাওয়া হয়, অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন অ্যান্ডরুজ সাহেব। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকায় কবির মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত প্রায়ই। যারা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তারাই এ যুগে ক্ষমতালোভী যুদ্ধবাজ হয়ে দেখা দিয়েছে; এই বক্তব্য নিছক বড়দিনের আনুষ্ঠানিক মেজাজ ছাপিয়ে গানটিকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। 'আজি শুভদিনে' বা 'সকাতরে ওই কাঁদিছে' গানগুলি খ্রিস্টসংগীত নয়, ব্রহ্মসংগীত হিসেবেই লেখা, কিন্তু পরম ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত এই পূজা পর্যায়ের গানগুলিতেও অনেকখানি খ্রিস্টীয় ভাবনার আভাস মেলে।

কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের লেখনীতেও বড়দিনের প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি 'মৃত্যুর নীলপদ্ম' গল্প গ্রন্থের 'নাজারেথ' গল্পে যীশুর জন্মকথা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আনন্দ করো নাজারেথবাসী আজ সেই অমর পুত্রের জন্মদিন। আনন্দ করো নাজারেথবাসী তোমরা যোসেফ ও মেরীকে এই পাহাড়ী শহরে এক সময় দেখেছিলে।' ২৫ ডিসেম্বর দিনটি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় বিশ্বাসী মানুষজনের কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর স্বামী বিবেকানন্দসহ তাঁর বারোজন শিষ্য আঁটপুরে এসেছিলেন। ধুনি জ্বালিয়ে তাঁরা নিজেরাই সন্ন্যাস নিয়েছিলেন বড়দিনের আগের রাতে। স্বামী বিবেকানন্দ খ্রিস্টধর্মের পাপ ও নরকের তত্ত্ব মানতে পারতেন না; এসব আসলে মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য পাদ্রিদের সৃষ্টি। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেরিত, করুণা ও ত্যাগের প্রতিমূর্তি রূপে খ্রিস্টের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কথা জানিয়েছেন বিভিন্ন বক্তৃতায় — বলেছেন, যিশুর সমকালে তিনি উপস্থিত থাকলে চোখের জল দিয়ে নয়, বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতেন।

ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমা সারদার মধ্যে মা মেরির রূপ দেখেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বৃত্তের সূত্র ধরে যিশুর এক প্রেমময়, উদার ভাবমূর্তি বাঙালি সমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে যিশু ধরা দিয়েছেন মানবধর্মের অন্যতম দিশারী এক মহাপুরুষ হিসেবে। তাঁর কথায়, তথিযিশু চরিত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব, যাহারা মহাত্মা, তাহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া সমস্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন, তাহারা কোনো নতুন পন্থা, কোনো বাহ্য প্রণালী, কোনো অদ্ভুত মত প্রচার করেন না। তাহারা অত্যন্ত সহজ কথা বলিবার জন্য আসেন।দ বাহ্যিক আচারে নয়, ধন-সম্পদের উপচারে, আড়ম্বরের পূজায় নয়, মানুষের অন্তরের পবিত্রতায় ঈশ্বরকে খোঁজার কথা যীশু বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এই বাণী, 'এইভাবে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দেশ করিয়া মানুষকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন।

শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার সঙ্গে কবিগুরু যুক্ত করেছিলেন বড়দিনের উৎসবকে। যিশুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থেকেই লিখেছিলেন 'মানবপুত্র', 'শিশুতীর্থ'-এর মত কবিতা। 'একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে' গানটি তিনি রচনা করেন খ্রিস্ট-উৎসব উপলক্ষে, ১৯৩৯ সালের ২৪ ডিসেম্বর। পরের দিন শান্তিনিকেতনে বড়দিনের উৎসবে গানটি গাওয়া হয়, অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন অ্যান্ডরুজ সাহেব। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকায় কবির মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকত প্রায়ই। যারা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তারাই এ যুগে ক্ষমতালোভী যুদ্ধবাজ হয়ে দেখা দিয়েছে; এই বক্তব্য নিছক বড়দিনের আনুষ্ঠানিক মেজাজ ছাপিয়ে গানটিকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। 'আজি শুভদিনে' বা 'সকাতরে ওই কাঁদিছে' গানগুলি খ্রিস্টসংগীত নয়, ব্রহ্মসংগীত হিসেবেই লেখা, কিন্তু পরম ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত এই পূজা পর্যায়ের গানগুলিতেও অনেকখানি খ্রিস্টীয় ভাবনার আভাস মেলে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে না বললেই নয়। কবি তখন লন্ডনে। এক সন্ধ্যায় রোটেনস্টাইনের বাড়ি থেকে ফেরার পথে 'গুরুদেব'কে নিয়ে তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় চললেন 'জন' নামে এক স্থানীয় দোকানির স্টলে কফি খাওয়াতে। রাত তখন অনেক। স্টল, রাস্তা প্রায় জনহীন। দূর থেকে 'গুরুদেব'কে আসতে দেখে 'জন হাঁটু গেড়ে মাটিতে নিল ডাউন হয়ে বসল। তার দুখানা হাত একত্র জোড় করা।' অস্বস্তিতে পড়ে কবি দ্রুত সরে গেলেন সেখান থেকে। পরে সেই জন বলেছিল তপনমোহনকে, 'চ্যাটার্জি আমার জীবন ধন্য। করুণাময় লর্ড জীজস ক্রাইস্ট দূর থেকে আজ আমায় দর্শন দিয়ে গেছেন।' ('স্মৃতিরঙ্গ')

তারাশঙ্করের 'সপ্তপদী', 'কান্না'র মত উপন্যাসে মানবপ্রেমিক খ্রিস্টের প্রতীক হয়ে ওঠেন কখনও সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া কৃষ্ণেন্দু, কখনও অনাথ শিশুদের আশ্রয়দাতা বাঙালি খ্রিস্টান ফাদার।

সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' গল্পে খ্রিস্ট হয়ে ওঠেন নিপীড়িত প্রান্তিক মানুষদের ভরসা-- রুননু হোরো বলে, তাদের 'বিরসা ভগবান'-এর চেহারা ছিল তথিযিশুখ্রিস্টের মতদ।

লীলা মজুমদারের গল্পে অবিবাহিতা, মাঝবয়সী খ্রিস্টান নার্স মাতৃত্বের স্বাদ পান হিন্দু পরিবারের পরিত্যক্ত এক শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে, বলেন- 'আজ যিশু আমাদের ঘরে এসেছেন!' নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় উদ্যত ট্রাফিক থামিয়ে দিয়ে রাজপথ পেরিয়ে যায় পথশিশু — 'কলকাতার যিশু'।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মোবাইলে রিলসের নেশা প্রাণ কাড়ল কিশোরদের

মালগাড়ির ধাক্কায় সুতিতে মৃত ৩ স্কুল ছাত্র, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুতি: আহিরণ ব্রিজে রেল লাইনের ওপর রিলস ভিডিও করতে গিয়ে মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল তিন স্কুল ছাত্রের। আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে আরও দুই ছাত্র। বুধবার দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার আহিরণ ব্রিজ এলাকায়। মৃত ছাত্রদের নাম সামিউল শেখ, আমাউল শেখ এবং রিয়াজ শেখ। সকলেই সুতি থানার অন্তর্গত ইংলিশ সাহাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিন ছাত্রই ঔরঙ্গাবাদের একটি বেসরকারি স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত বলেই জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে রেল পুলিশ। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে। আহতদের নাম রোহিত শেখ ও আকাশ শেখ। দু'জনেই জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে ওই পাঁচ ছাত্র রেল লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে রিলস ভিডিও করছিল। নিজেদের ফেসবুক পেজে পোস্ট করার জন্যই। স্থানীয়দের দাবি, রেল লাইনের ওপর বিপজ্জনক অবস্থাতেই তারা ভিডিও শুটিং করছিল। এক বন্ধু শুটিং করছিল, বাকিরা বিভিন্ন পোজে মোবাইল ক্যামেরার সামনে ছিল। সেই সময় একটি মালগাড়ি যাচ্ছিল। মালগাড়ির চালক বেশ কয়েকবার হর্ন দেন। কিন্তু তারা কেয়ার না করে শুটিং চালিয়ে যাচ্ছিল। এরপরই বিপত্তি ঘটে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তিন জনের। আহত দু'জনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। খবর পেয়ে রেল লাইন থেকে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আলিম শেখের দাবি, মালগাড়ি হর্ন দিয়েছিল বারবার। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেনি। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

দালাল নয়, সঠিক নিয়মে লাইসেন্স করার নির্দেশ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: দালালদের মাধ্যমে নয়, সঠিক নিয়ম মেনে এলে, সমস্ত ঠিক থাকলে লাইসেন্স দেব, বললেন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম। বুধবার দালালদের নিয়ে প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হাসপাতাল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পূর্ব বর্ধমান জেলা সপ্তমতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বর্ধমানের পান্থশালায়। এদিন এই সম্মেলনে এসে সরব হয়ে একথা জানান মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম আরও বলেন, 'দুটো বিষয়ের ওপর আপনাদের বিশেষ নজর রাখতে হবে, এক হচ্ছে আপনাদের পরিকাঠামো এবং দালাল চক্র। যদি আপনাদের যথেষ্ট পরিকাঠামো না থাকে, তা হলে রোগী ভর্তি নেবেন না। যে রোগের পরিকাঠামো আপনাদের বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে নেই সেই গুরুতর রোগীকে ভর্তি নেওয়ার দরকার নেই। আমরা দেখতে পাই নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রোগী এমন সময় বর্ধমান হাসপাতালে আসে যে সময় হাসপাতালেরও কিছু করার থাকে না। তাই সেই বিষয়টা আপনাদের বেশি করে নজর রাখতে হবে। দালালদের মাধ্যমে কিছু করবেন না। সঠিক নিয়ম মেনে আসুন। যদি আপনার সমস্ত ঠিক থাকে আমরা আপনাদের লাইসেন্স দেব।'

এদিনের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক খোকন দাস, প্রোগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হাসপাতাল অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য চেয়ারম্যান শেখ আলাজ উদ্দিন সহ অনান্যরা।

নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার সেতুতে, উপপ্রধান ঘনিষ্ঠকে মারের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দাবি না মেনে সেতু নির্মাণের কাজ চলছিল বলে অভিযোগ। আর তারপরই তৃণমূলের উপপ্রধানকে ঘিরে ধরে প্রবল বিক্ষোভ, এমনকি উপপ্রধান ঘনিষ্ঠ হুমায়ুন মল্লিককে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ ওঠে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে। হুগলির হরিপালের পার্বতীপুর এলাকার ঘটনা। সেখানে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার এবং লোহার রড ব্যবহার না করার অভিযোগ তুলে সেতু নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেন গ্রামবাসীরা। এরপর বুধবার সকালে তাঁদের দাবি না মেনে পুনরায় সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করায় তা বন্ধ করতে গেলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় পঞ্চায়েত উপপ্রধান বাবলু ঘোষ কিছু না বললেও তাঁর অনুগামী হুমায়ুন মল্লিক গ্রামীবাসীদের ওপর চড়াও হন এবং একজন গ্রামবাসীকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। এরপরই উত্তেজিত গ্রামবাসী হুমায়ুন মল্লিককে মারধর করেন এবং উপপ্রধানকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান।

সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হরিপাল থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহত হুমায়ুন মল্লিককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। উপপ্রধান বাবলু ঘোষ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ প্রমাণ হলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দেবেন।

একাধিক দাবিতে সেলস প্রমোশন কর্মীদের ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ওষুধের অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি, ওষুধের ওপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহার, সেলস প্রমোশন কর্মীদের জন্য বিধিবদ্ধ কাজের নিয়মাবলী চালু সহ মোট ৮ দফা দাবিকে সামনে রেখে ধর্মঘট ডাকে। এফএমআরএআইয়ের ডাকে সারা ভারতে প্রায় ৫ লক্ষ সেলস প্রমোশন কর্মীরা বুধবার এই ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। একই সঙ্গে এই রাজ্যের প্রায় ২৫,০০০ সেলস প্রমোশন কর্মী এই ধর্মঘটে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সকাল থেকেই রাজ্যজুড়ে সেলস প্রমোশন কর্মীদের পিকেটিং বিক্ষোভ কর্মসূচি ছিল চোখে পড়ার মতো। পূর্ব বর্ধমান জেলার সংগঠনের তরফে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ১৫টি পিকেটিং পয়েন্টে শতাধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। জেলায় ধর্মঘট উপলক্ষে বর্ণাঢ্য মানব বন্ধন কর্মসূচি ও পথসভা করা হয়, বর্ধমানের ডাক্তার পাড়া খোসবাগান এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু, অঞ্জন হালদার, সঞ্জীব পোদ্দার, সৌমিক সরকার সহ অন্যান্যরা। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় অবিলম্বে ওষুধের দাম কমানো, সেলস প্রমোশন কর্মীদের কাজের নিশ্চয়তার দাবি তোলেন। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বড় আন্দোলনে নামারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

আলফ্রেড হার্বার্ট (ইন্ডিয়া) লি.
রেজি: অফিস: ১৩/৩, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা- ৭০০ ০০১
ফোন: ২২২৬ ৮৬৭৯
ই-মেল: kolkata@alfredherbert.com
ওয়েবসাইট: www.alfredherbert.co.in
CIN: L74999WB1919PLC0035169

নোটিশ

অতিরিক্ত ডিরেক্টর (নন-এক্সিকিউটিভ ইন্ডিপেনডেন্ট ডিরেক্টর) নিয়োগের বিষয় বিবেচনার জন্য মঙ্গলবার ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হবে।

বোর্ডের পক্ষে
শোভনা শেঠি
স্থান: কলকাতা — কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
তারিখ: ১৯.১২.২০২৩ — চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, মূল বিক্রয় দলিল নং ৩৩১২-২০০৪ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হরিপাল, জেলা-হুগলি, [illegible]

শুভজিৎ দত্ত, অ্যাডভোকেট
বিবেকানন্দ রোড, পো: শেওড়াফুলি, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২২২৩, মোবাইল নং- ৭০০৩৪৫১৭৬১

নবদ্বীপ জলপথ পরিবহন কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
রেজিঃ নং ১৪ তাং ২২/১০/১৯৮২
নবদ্বীপ নদীয়া।

এতদ্বারা অত্র সমবায় সমিতির সমস্ত বৈধ ভোটার গনকে জানানো যাইতেছে যে সমিতির খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকা সম্পর্কে কাহারও কোন অভিযোগ থাকিলে আগামী সাত দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে সমিতির অফিস গৃহে জমা দিতে বলা হইতেছে।

A.R.O — অমল কৃষ্ণ অধিকারি।
A.R.O — শ্রী রমেন্দ্র নাথ সরকার।
নবদ্বীপ জলপথ পরিবহন কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

BGVB বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক — দেবীগঞ্জ শাখা (৫১৪৯)
পো - দেবীগঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর
পাবলিক নোটিশ

[illegible]

নাম	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং এবং অনুমোদনের তারিখ	ডিভিডি নং তারিখ
মহ আতিকুর রহমান পিতা ইসলামউদ্দিন, [illegible]	[illegible]	[illegible]

সম্পত্তির বিবরণ: [illegible]

কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পেয়ে থাকলে, অনুগ্রহ করে এই নোটিশ প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বিজ্ঞভিবি দেবীগঞ্জ শাখায় খবর দিন।

তারিখ: ২১.১২.২০২৩, স্থান: দেবীগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর — শাখা ম্যানেজার

SBI এসবিআই কুসুমগ্রাম শাখা
গ্রাম ও পোস্ট- কুসুমগ্রাম, জেলা- বর্ধমান,পিন- ৭১৩৪২২,
ফোন- (০৩৪২) ২৭৫১১০০, ই-মেইল:sbi.02080@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ঠ-৪ [রুল৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **কুসুমগ্রাম শাখা**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর এক্ট ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ৩১.০৮.২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা- **সেখ সাকিবুল হক, পিতা- সেখ সিরাজুল হক, বাসস্থান- গ্রাম-কুলুট , পোস্ট- কুসুমগ্রাম, থানা- মন্তেশ্বর, জেলা- বর্ধমান এবং এর জামিনদার সেখ হাসমত আলী, পিতা- সেখ সিরাজুল হক, গ্রাম-কুলুট, পোস্ট-কুসুমগ্রাম,থানা- মন্তেশ্বর, জেলা- বর্ধমান** -কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৪,০৪,০৭৫.৪১ **টাকা (চার লক্ষ চার হাজার পঁচাত্তর টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র) ০২.১২.২০১৪ অনুযায়ী** পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **২০ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে, উক্ত এক্টের রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেনে **৪,০৪,০৭৫.৪১ টাকা (চার লক্ষ চার হাজার পঁচাত্তর টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র) ০২.১২.২০১৪ অনুযায়ী** সেইসঙ্গে তার উপর সুদ, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
স্বত্বাধিকারী- সেখ সাকিবুল হক এবং সেখ হাসামত আলী, পিতা-সেখ সিরাজুল হক (উভয়ের)। মৌজা-কুলুট, জেএল নং ৭২, এলআর খতিয়ান নং ১৯৮৮, ২০৪৯ এবং ৭৪৫/৭, প্লট নং ১৯৪৪, ১৯৪৩/৪৭০৩, পোস্ট- কুসুমগ্রাম, থানা- মন্তেশ্বর, জেলা- বর্ধমান এ অবস্থিত ৩ ডেসিমেল পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ১৯৯৭ সালের দলিল নং আই-৬৮৬৭, বই নং আই,. ভলিউম নং. ১২৭, পৃষ্ঠা ৬৩ থেকে ৭৪। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- এস রহমানের বাড়ি, দক্ষিণ- মালিকের খোলা জমি, পূর্ব- পুকুর, পশ্চিম-রাস্তা দ্বারা।

দ্রষ্টব্য: দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পান, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ২০.১২.২০২৩, স্থান: কুসুমগ্রাম — **অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই কুসুমগ্রাম শাখা**

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
বাগনান শাখা
ও.টি. রোড, খাদিনান, বাগনান, হাওড়া জেলা
বেতাল অয়েল মিলের নিকট, বাগনান, পব ৭১১৩০৩
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১০.০৫.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) শ্রীমতি অঞ্জলি সামন্ত (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী শ্রী লক্ষ্মীকান্ত সামন্ত, গ্রাম - মহাদেবপুর, মুরলিবার, থানা এবং পোস্ট বাগনান, হাওড়া - ৭১১৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রী চঞ্চল সামন্ত পিতা শ্রী লক্ষ্মীকান্ত সামন্ত এবং ৩) শ্রী লক্ষ্মীকান্ত সামন্ত (জামিনদাতাগণ)** গ্রাম - মহাদেবপুর, মুরলিবার, থানা এবং পোস্ট বাগনান, হাওড়া - ৭১১৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ-কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **৩,৭৪,৪৫১.২৯ টাকা (তিন লাখ চুয়াত্তর হাজার চারশ একান্ন টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **৩,৭৪,৪৫১.২৯ টাকা (তিন লাখ চুয়াত্তর হাজার চারশ একান্ন টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, মূল্য এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ২.৫০ ডেসিমেল কমবেশি মৌজা- মহাদেবপুর, হাল দাগ নং ২৭৮, সাবেক খতিয়ান নং ২৭৮, হাল খতিয়ান নং ২১১৮, জেএল নং ৭৫, থানা- বাগনান, খালোর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা-হাওড়া- ৭১১৩০৩, অনুযায়ী শ্রীমতি অঞ্জলি সামন্ত এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নমতে :
পূর্বে : সাধারণের চলার পথ সংযুক্ত পঞ্চায়েত কংক্রিট রোডের সঙ্গে, পশ্চিমে : শ্রী সুব্রত জ্যোতির ভবন,
উত্তরে : বনমালী ভট্টাচার্যর ভবন, দক্ষিণে : সুব্রত কুমার জ্যোতির খালি জমি সমন্বিত।

স্থান: বাগনান — অনুমোদিত অফিসার
তারিখ: ১৮.১২.২০২৩ — দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বিজ্ঞপ্তি
জেলা হুগলীর মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডেলিগেট আদালত
২০২২ সালের ৭৯ নং ৩৯ আইনের মোকর্দ্দমা
দরখাস্তকারি :- শ্রী অমিয় কুমার চন্দ্র ও শ্রী হীরেন্দ্র নাথ চন্দ্র

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, বর্তমানে ৺ধীরেন্দ্র কুমার চন্দ্র, পিতা-৺ললিত মোহন চন্দ্র এবং ৺ভূবন চন্দ্র চন্দ্র পিতা-৺ললিত মোহন চন্দ্র, উভয়ের সাং- শ্যামবাবুর ঘাট, পোষ্ট ও থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১০১ উভয়ের নামিয় ARCHANA Sub Post Office under Barabazar Head Post Office, Calcutta 700007. যাহা নিম্ন তপশীলে বিশদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে উক্ত টাকার সাকসেশন সার্টিফিকেটের প্রার্থনায় জেলা হুগলীর মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডেলিগেট আদালতে ২০২২ সালের ৭৯ নং ৩৯ আইনে Sri Amiya Kumar Chandra, S/O- Late Dhirendra Kumar Chandra, of 26/896, Shyambabur Ghat, P.O. & P.S.- Chinsurah, Dist.- Hooghly, Pin-712101. and Sri Hirendra Nath Chandra, S/O- Late Lalit Mohan Chandra, Of Shyambabur Ghat, P.O. and P.S.- Chinsurah, Dist. Hooghly, Pin-712101. উভয়ে যৌথভাবে একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নচেৎ উক্ত দরখাস্তটির একতরফা শুনানি হইবে।

SCHEDULE

No. of KVP	CIF	Amount	A/c No.	No. of KVP	CIF	Amount	A/c No.
22CC590196	296089142	10000	7655530031	33CC066025	296082533	10000	7655530469
22CC590194	296086334	10000	7655530014	33CC066027	296087272	10000	7655530483
33CC066084	296084463	10000	7655531374	33CC066081	296083496	10000	7655531341
33CC066086	296083497	10000	7655531391	33CC066083	296084463	10000	7655531367
33CC066028	296087272	10000	7655531275	33CC066085	296083497	10000	7655531381
33CC066082	296083496	10000	7655531351	33CC066079	296089155	10000	7655531327
33CC066024	296088203	10000	7655530450	33CC066075	296089153	10000	7655531282
33CC066026	296082533	10000	7655530476	33CC066080	296089155	10000	7655531334
33CC066022	296088202	10000	7655530436	33CC066076	296089153	10000	7655531291
33CC066020	296086344	10000	7655530410	33CC066078	296089154	10000	7655531311
22CC590195	296089142	10000	7655530021	33CC066077	296089154	10000	7655531301
22CC590193	296086334	10000	7655530007	22CC590146	296086331	10000	7655535532
22CC590197	296083488	10000	7655530047	22CC590147	296088188	10000	7655535541
22CC590199	296084456	10000	7655530061	22CC590148	296086332	10000	7655535558
22CC590198	296083488	10000	7655530054	22CC590149	296089135	10000	7655535565
22CC590200	296084456	10000	7655530071	22CC590150	296084449	10000	7655535572
22CC590191	296089136	10000	7655529988	22CC590151	296084450	10000	7655535581
22CC590189	296084451	10000	7655535624	22CC590152	296083487	10000	7655535598
22CC590192	296089136	10000	7655529995	22CC590153	296087260	10000	7655535601
22CC590190	296084451	10000	7655529971	22CC590144	296084445	10000	7655535518
33CC066021	296088202	10000	7655530429	22CC590145	296085408	10000	7655535525
33CC066019	296086344	10000	7655530403	22CC590142	296082518	10000	7655535499
33CC066023	296088203	10000	7655530443	22CC590143	296084444	10000	7655535501

প্রস্তুতকারক — আদালতের আদেশানুসারে
মনজিৎ দও — শ্রী চরণ সিং,
উকিলবাবু — সেরেস্তাদার , ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী

SBI এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা শাখা (১৭৮৯৯), জীবন তারা বিল্ডিং
৪র্থ তল ২৩এ/৪৪এক্স, ডিএইচ রোড, কলকাতা-৭০০৫৩
অনুমোদিত অফিসারের মোবাইল নম্বর- ৯৬৭৪৭১২৫৮৭
গাড়ির ই-নিলাম

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৬(২) এর শর্ত দেখুন]
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২) বন্দোবস্তের অধীনে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : তারিখ : ২৮.১২.২০২৩
সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
প্রি-বিড ইএমডি পেমেন্ট করার শেষ তারিখ- ''আগ্রহী দরদাতা ই-অকশন বন্ধ হওয়ার আগে এমএসটিসি-এর কাছে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। এমএসটিসি -এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদানের প্রাপ্তির এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে এই ধরনের তথ্য আপডেট করার পরেই বিডারকে প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট দেওয়া হবে । ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই দরদাতাদের, তাদের নিজেদের স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডির পরিমাণ আগেভাগে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।''
পরিদর্শনের তারিখ: ২৬.১২.২০২৩ থেকে ২৭.১২.২০২৩ সময়- দুপুর ২.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড আছে যার বাস্তবিক দখলদারী গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত ক্রেডিটর স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে''** এবং **''সেখানে যা কিছু আছে''**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে ২৮.১২.২০২৩ তারিখে।

ঋণগ্রহীতা ও গাড়ির বিবরণ:

ক্র.নং. ১ নাম- সৌমেন দাস, এ/সি- নং ৩৮৬৪৪৫৬৯৬৫৪. বকেয়া পরিমাণ- ৭,০১,৬৪৮.০০ টাকা + সুদ। রিজার্ভ মূল্য হল ৫,২৫,০০০.০০ টাকা। বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে- ৫২,৫০০.০০ টাকা এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে ১,০০০.০০ টাকা
গাড়ির বিবরণ - **HYBRID DELTA CIAZ**, রেজি নং- **WB-12AZ6812**, চেসিস নং. **MA3EXGL1S00398802**, ইঞ্জিন নং- **K15BN1078624**, উৎপাদনের বছর- ২০১৯

ক্র.নং. ২ নাম- জিমি আগারওয়াল, এ/সি- নং ৩৯৫৬৮০৬৬৩২১, বকেয়া পরিমাণ- ৫,৬৮,১৪৩.০০ টাকা + সুদ। রিজার্ভ মূল্য হল ৩,৯৫,০০০.০০ টাকা।, বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে ৩৯,৫০০.০০ টাকা এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে ১,০০০.০০ টাকা।
গাড়ির বিবরণ - **HYUNDAI AURA 1.2 MT KAPPAS PETROL**, রেজিঃ নম্বর **WB-96P5650**, চেসিস নম্বর **MALB241CLLM016195**, ইঞ্জিন নম্বর- **BA250D497D40**, উৎপাদনের বছর- ২০২০

ক্র.নং. ৩ নাম- অভিজিৎ নন্দী, এ/সি- নং ৩৮৭৪১৫৫৭৬৫৯, বকেয়া পরিমাণ- ৫,৭৫,৭১৮.০০ টাকা + সুদ। রিজার্ভ মূল্য হল ৫,৫০,০০০.০০ টাকা। বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে ৫৫,০০০.০০ টাকা এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে ১,০০০.০০ টাকা
গাড়ির বিবরণ- **CIAZ SMART HYBRID ALPHA**, রেজি নং- **WB12AZ6812**, চেসিস নং- **MA3EXGLIS00391490**, ইঞ্জিন নং **K15B.N1061527**, উৎপাদনের বছর- ২০১৯

ক্র.নং. ৪ নাম- সৌমেন নস্কর, এ/সি- নং ৩৯০০৮১৩৫৮৬২, বকেয়া পরিমাণ- ৬,৭৪,৩৬৫.০০ টাকা + সুদ। রিজার্ভ মূল্য হল ৪,৭৯,০০০.০০ টাকা।, বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) হবে ৪৭,৯০০.০০ টাকা এবং ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালু হবে ১,০০০.০০ টাকা
গাড়ির বিবরণ - **RENAULT LODGY DCI RXE**, রেজিঃ নম্বর **WB-0653940**, চেসিস নম্বর **MEEJSRBW4J3001296**, ইঞ্জিন নম্বর- **K9KF830E059486**, উৎপাদনের বছর- ২০২০

দ্রষ্টব্য: আরটিও-তে গাড়ির নিবন্ধনের জন্য ব্যাঙ্ক বা তার কোনও আধিকারিক দায়ী থাকবে না।

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট- [illegible] এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক [illegible] দেখুন

তারিখ: ২১.১২.২০২৩ — কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান: বেহালা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই এসএমই সেন্টার হাওড়া
১০৬, কিরণ চন্দ্র সিংঘ রোড, গ্যাঞ্জেস গার্ডেন কমপ্লেক্স, এ-১ বিল্ডিং ২য় তল, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২
পুনর্দখল বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগত করা হচ্ছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণের মূল এবং সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ব্যাংক থেকে তাদের প্রাপ্ত ঋণ অ্যাকাউন্ট নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। নোটিশগুলি তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছিল কিন্তু সেগুলি অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে এবং সেইজন্য তাদের এই পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	নোটিশের তারিখ এবং এনপিএ তারিখ	এ/সি নং এবং বকেয়া পরিমাণ	রেজিস্ট্রেশন নং
১. শ্রী ত্রিলোকি কুমার সিং তিস্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ২য় তল, ৫৭, রাম লোচন শায়ার স্ট্রিট, বেলুরমঠ, হাওড়া - ৭১১২০২	১৬.১১.২০২৩ ২৯.১০.২০২৩	ঋণ এ/সি নং : ৩৩৭০২৪৮২১৬৪ **১,৩৬,১৭৪.৭৮ টাকা** (এক লাখ ছত্রিশ হাজার একশো চুয়াত্তর টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) টাকা ১৬.১১.২০২৩ পর্যন্ত। আপনারা উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, গ্যারেজ পার্কিং চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।	WB04F9784
২. রাজ কমল প্রসাদ ৫০/এ পি. কে. দাস লেন, আর কে রোড, শ্রীরামপুর, হুগলি, হাওড়া - ৭১২২৪৮	১৬.১১.২০২৩ ২৬.১০.২০২৩	ঋণ এ/সি নং : ৩৭৪৪০৪৮৭৯৪১ **৪,৪৭,১০১.৭৮ টাকা** (চার লাখ সাতচল্লিশ হাজার একশো এক টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) টাকা ১৬.১১.২০২৩ পর্যন্ত। আপনারা উক্ত পরিমাণের উপর চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ এবং গ্যারেজ পার্কিং চার্জ ইত্যাদি আদায় দিতে দায়বদ্ধ।	WB172153

আপনাদের এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের **৭ দিনের** মধ্যে সুদ সহ সমস্ত বকেয়া ঋণ পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে। আদায় দিতে ব্যর্থ হলে আপনার অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক ঋণের নিরাপত্তা হিসাবে আপনার দ্বারা দায়বদ্ধ ভেহিকেলটি ব্যাঙ্ক কর্তৃক পুনর্দখলীকৃত হবে।

তারিখ : ১৮.১২.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : হাওড়া — এসবিআই, হাওড়া

pnb পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
সার্কেল সস্ত্র Sastra সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ই-মেল : cs8267@pnb.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ২ সংস্থান অধীনে **১৬.১০.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মণীশা সাপ্লাই অ্যান্ড কোং** রেজি. ঠিকানা - ১৮/২, কালীকাপুর রোড, পো. মুকুন্দপুর, থানা - সার্ভে পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ০৯৯, **স্বত্বাধিকারী, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা শ্রী মদন বারুই,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,৪৫,৪৮,৮৪১.৪২ টাকা (এক কোটি পঁয়াতাল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার আটশ একচল্লিশ টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) টাকা ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত অধ্যাদেশ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতা অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, গরিয়া** শাখার নিকট বকেয়া **১,৪৫,৪৮,৮৪১.৪২ টাকা (এক কোটি পঁয়াতাল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার আটশ একচল্লিশ টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা) টাকা ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংস্থার দায়বদ্ধ মজুত সমুদয় চলতি সম্পদ, কাঁচামাল, পণ্য, প্রচ্ছন্ন ঋণগ্রহীতা, অন্যান্য চলতি সম্পদ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উভয়ত এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত ১৮/২, কালিকাপুর রোড, পো - মুকুন্দপুর, থানা-সার্ভে পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০৯৯।
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৯ ছটাক ৪৩ বর্গফুট কমবেশি তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত জেএল নং ২০, আরএস নং ২, মৌজা- কালিকাপুর, তৌজি নং ৩-৫ এবং ১২, আরএস খতিয়ান নং ১১৬, দাগ নং ২৭২, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৯, থানা-পূর্ব যাদবপুর, দলিল নং ১-৪১১৪-২০০৬ সালের জেলা সাব রেজিস্ট্রার ৩ আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী মদন বাউড়ি, পিতা সুরেন্দ্র নাথ বাউড়ি। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : হাল দাগ নং ২৭১, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : হাল দাগ নং ২৭৯ জমি, পশ্চিমে : শ্রী সুরেন্দ্র নাথ বারুই এর জমি এবং ভবন সমন্বিত।

তারিখ : ২০.১২.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার,
স্থান : কলকাতা — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১৯.০২.২০১৪
৩.	কর্পোরেট ডেটর যে কর্তৃপক্ষের অধীনে গঠিত/নিবন্ধিত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ - কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং / লিমিটেড দায়বদ্ধতা আইডেন্টিফিকেশন নং	U45400WB2014PTC200347
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	[illegible]
৬.	ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	১৯.১২.২০২৩
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৬.০৬.২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী শচীন গোপাল জাথর, আইবিবিআই রেজি. নং - IBBI/IPA-002/IP-N00640/2018-2019/11968
৯.	বোর্ডের কাছে রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	[illegible] sgjathar.ip@gmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	[illegible] bbtelevatedroad@gmail.com, sgjathar.ip@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০২.০১.২০২৪
১২.	[illegible]	প্রযোজ্য নয়
১৩.	[illegible]	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) প্রাসঙ্গিক ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিবরণ	https://www.ibbi.gov.in/home/downloads / প্রযোজ্য নয়

[illegible] প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যে সকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-
শচীন গোপাল জাথর
তারিখ : ২১.১২.২০২৩ — আইআরপি - বিবিটি এলিভেটেড রোড প্রাইভেট লিমিটেড
স্থান : কলকাতা — রেজি নং IBBI/IPA-002/IP-N00640/2018-2019/11968

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর ব্রাঞ্চ
কোড নং - ১৫৭৪৫ জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল), ১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট IV [রুল-৮(১)]

A/c No- 30726691353 (CC), A/c No - 40230511050 (WCTL), A/c No - 40230530254 (FITL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৩** সংস্থান অধীনে ০৫.১০.২০২৩ তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স শিব শঙ্কর ড্রাগ এজেন্সি, স্বত্বাধিকারী - বিশ্বজিৎ মিত্র,** পিতা প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র মিত্র, ইউনিট ঠিকানা - ১২/৭/সি, টাকি রোড, শ্রদ্ধাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, পো. এবং থানা - বারাসাত, কলকাতা - ৭০০১২৪ এবং বাড়ির ঠিকানা - ৬৫, বিধান পার্ক, ব্লক - বি, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১২৪ এবং জামিনদাতা - শ্রীমতি মৌসুমী মিত্র কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১২,৩৭,৮৯৪.০০ টাকা (বারো লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার আটশ চুরানব্বই টাকা) টাকা ০৫.১০.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণের প্রতি সামগ্রিকভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **১২,৩৭,৮৯৪.০০ টাকা (বারো লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার আটশ চুরানব্বই টাকা) টাকা ০৫.১০.২০২৩ পর্যন্ত** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৫ কাঠা ৯ ছটাক কমবেশি এবং দোকান নং ৫ একতলায় পরিমাণ আনুমানিক ১৬৩ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা-বনমালিপুকুর, জেএল নং ৮০, তৌজি নং ১৪৬, খতিয়ান নং ২/১, পুর হোল্ডিং নং ১১/১২, টাকি রোড, বারাসত পুরসভা অধীন, থানা-বারাসত, ওয়ার্ড নং ১০, বারাসত পুরসভা অধীন, এডিএসআরও -বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ১-৩৫৪৪। সম্পত্তি বিশ্বজিৎ মিত্র, পিতা প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র মিত্র এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে: প্লট নং ৭১৭, পূর্বে : অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : টাকি রোড, পশ্চিমে : সাব প্লট নং ৮ সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৮.১০.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - কলকাতা — এসবিআই, এসএমইসি বিধাননগর

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল ৯কে, জি টি রোড, উত্তরপাড়া
হুগলি, পিন - ৭১২২৩৩, ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, উত্তরপাড়া শাখার** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২-নং ৩) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীর প্রতি ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারী সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখার নাম	বন্ধকদত্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা : **শ্রী সুবল দে (প্রয়াত ১১.০৬.২০২৩ তারিখে); আইনি উত্তরাধিকারীগণ শ্রীমতি লিলি দে এবং মাস্টার শুভঙ্কর দে (এমএনজি প্রতিনিধিত্বকারী)** ৯০ হিরেন নাগ সরণি, উত্তরপাড়া কোতরং, ভদ্রকালী, হুগলি-৭১২২৩২, এবং ফ্ল্যাট নং ১০১, ২য় তল, হোল্ডিং নং ২১৩/১, বি বি স্ট্রিট, বাস স্ট্যান্ডের নিকট, পো -ভদ্রকালী, থানা-উত্তরপাড়া, হুগলি- ৭১২২৩২, **ঋণ এ/সি নং : ৩৮০৯৫৯২০২৬৫ এবং ৩৮০৯৭৫২৮৯১৪ শাখা : হিন্দমোটর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১০১ পরিমাণ কমবেশি ১০২২.৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ২য়তলে, উত্তর এবং পূর্ব দিকে মার্বেল মেঝে সমন্বিত বসবাসের নির্মাণকাঠামো অবস্থিত হোল্ডিং নং ২১৩/১, বীরেশ্বর ব্যানার্জি স্ট্রিট, পো- ভদ্রকালী, থানা-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২২৩২। **চৌহদ্দি :** উত্তরে বি বি স্ট্রিট, পূর্বে : শ্রী কেদার বিশ্বাস এর জমি সম্পত্তি, পশ্চিমে : বি বি স্ট্রিট, দক্ষিণে : প্রশান্ত ব্যানার্জি এবং ভ্রাতার ভবন। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রী সুবল দে** উল্লেখ্য দলিল নং ০৬২১০০৬৬৮-২০১৯ সালের, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৯, পৃষ্ঠা ২১৬৭২ থেকে ২১৭০২, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর-উত্তরপাড়া, জেলা-হুগলি।	**ক) ২০.১২.২০২৩ খ) ১৬.১০.২০২৩ গ) ১৮,১৬,৫০৪.০০ (আঠারো লাখ ষোলো হাজার পাঁচশো চার টাকা) টাকা** ১৬.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতাগণকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২০.১২.২০২৩, স্থান - উত্তরপাড়া | অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, আরএসিপিসি উত্তরপাড়া

সাইবার ক্রাইমের শিকার তৃণমূল নেতা, চাঞ্চল্য আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সাইবার ক্রাইমের ঘটনা যে ভাবে বাড়ছে তাতে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। এবারের ঘটনা হুগলির আরামবাগে। সাইবার প্রতারণার শিকার হলেন আরামবাগ ব্লকের এক তৃণমূল নেতা। ব্যাংক থেকে হঠাৎ করে উধাও হয় কয়েক হাজার টাকা। হতবাক ওই তৃণমূল নেতা। প্রতারিত তৃণমূল নেতার নাম বাবর আলি খাঁ। তিনি আরামবাগ ব্লকের গৌরহাটি এক নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি। জানা গেছে, তিনি একটি নামী ব্যাংক সংস্থার কাছে কিছু সোনা জমা রেখেছিলেন। মঙ্গলবার সেই সোনার জিনিসটি আনার জন্য একটা ব্যক্তিকে রসিদ ও টাকা দিয়ে

পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কোনওমতেই ওই ব্যাংক ওই ব্যক্তিকে সেই জিনিস দিতে চান না। সেই মতো তৃণমূল নেতা বাবর আলি খাঁ সেই ব্যাংকে উপস্থিত হন। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ওটিপি এর মাধ্যমে সব কাজ সেরে তার সোনার জিনিস তার হাতে তুলে দেন ওই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তারপরে তিনি বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু বুধবার সকালে হঠাৎ দেখেন তার অ্যাকাউন্ট থেকে দশ হাজার টাকা ডেবিট হয়ে গিয়েছে। এতেই তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন। এরপরে তিনি সকালবেলায় ব্যাংকে যান কিন্তু ব্যাংক বিষয়টি জানে না বলেই জানান। এরপর তিনি বুঝতে পারেন তাঁর ফিঙ্গারপ্রিন্ট ওটিপি ব্যবহার করে কেউ বা কারা টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নিয়েছে। সাইবার ক্রাইমের শিকার হন ওই তৃণমূল নেতা। তিনি আরামবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা বাবর আলি খাঁ জানান, তিনি শুধু ওই ব্যাংক সংস্থার কাছেই ফোনে পাঠানো ওটিপি বলেছিলেন। তারপরে আর কোনও কিছুই জানেন না। হঠাৎই সকাল বেলা তার অ্যাকাউন্ট থেকে সকাল ৮ টা নাগাদ দশ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হয়। যদিও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে প্রশাসনের একজন আধিকারিক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তি বলেন, সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে পুলিশ কাজ করলেও সাধারণ মানুষকে সবার আগে সচেতন হতে হবে। বিশ্বস্ত জায়গা ছাড়া আঙুলের ছাপ ওটিপি বলা চলবে না। যদি ফোনে আসা ওটিপি বলা হয় তাহলে প্রতারকরা নিমেষের মধ্যে টাকা উধাও করে দেবে। আমরা এই ধরনের সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে তদন্ত করছি। সবমিলিয়ে ওই তৃণমূল নেতা সাইবার ক্রাইমের শিকার হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড
CIN: L27106WB1996PLC076866
রেজিস্টার্ড অফিস: মৌজা- চামরাইল, এনএইচ ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১৪
ই-মেল: info@aanchalispat.com, ফোন: ০৩২১২-২৪৬১২১, **ওয়েবসাইট:** www.aanchalispat.com
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(ইপিএস ব্যতীত টাকায় অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৯০৪.৪৬	৫৩৭৭.১৮	৫,৩১৬.১০	১৯,৪৭৪.১৫
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পূর্ববর্তী	(৩৫৪.৩২)	(৫৪০.৭৯)	(১৭৭.৬৮)	(৩,০৪৭.২৫)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	(৩৫৪.৩২)	(৫৪০.৭৯)	(১৭৭.৬৮)	(৩,০৪৭.২৫)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৩৫৪.৩২)	(৫৪০.৭৯)	(১৭৭.৬৮)	(২,৩৪৫.৭১)
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী) পর পরবর্তী	(১৮৬.৪৭)	(৫৪০.৭৯)	(১৭৭.৬৮)	(২,৩৪৬.৮৬)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২,০৮৫.৩৮	২,০৮৫.৩৮	২,০৮৫.৩৮	২,০৮৫.৩৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পূর্ববর্তী বর্ষের উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শিত পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত)	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)				
মৌলিক : (টাকায়)	(১.৭০)	(২.৫৯)	(০.৮৫)	(১১.২৫)
মিশ্রিত : (টাকায়)	(১.৭০)	(২.৫৯)	(০.৮৫)	(১১.২৫)

দ্রষ্টব্য :
১ উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট বিএসই-র ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **http://www.aanchalispat.com/financial.html#financials** পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২০.১২.২০২৩
আঁচল ইস্পাত লিমিটেড-এর পক্ষে

অভিনব উপায়ে টাকা চুরির অভিযোগে বিহার থেকে গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এটিএম মেশিন থেকে টাকা চুরির অদ্ভুত কৌশল এবার উঠে এল পুলিশের সামনে। আর এই ঘটনায় ইংরেজবাজারের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত চালিয়ে বিহার থেকে দুই পান্ডাকে গ্রেপ্তার করল মালদা পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে এটিএম মেশিনের টাকা চুরির কৌশল জানতে পেরে রীতিমতো হতবাক হয়ে গিয়েছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। কি সেই কৌশল! পুলিশ জানিয়েছে, যেসব এটিএম কাউন্টারে কোনও নিরাপত্তা রক্ষী থাকে না, সেই সব এটিএমগুলিকেই মূলত বাছাই করেই টাকা চুরির কারবার ফেঁদেছিল বিহারের ধৃত দুই যুবক। ধৃতদের নাম মহম্মদ আরবাজ (২০) এবং মহম্মদ ইরফান খান (২৬)। ধৃতদের বাড়ি বিহারের গয়া জেলার ফতেপুর এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৭ ডিসেম্বর মালদা শহরের মকদুমপুর এলাকার একটি রাষ্ট্র ব্যাংকের ম্যানেজার ইংরেজবাজার থানার পুলিশের কাছে এটিএম থেকে টাকা চুরি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। মকদমপুর এলাকার একটি এটিএমের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ধৃত ওই যুবককে শনাক্ত করে।

পুলিশ জানিয়েছে, এটিএম মেশিনের যে অংশ দিয়ে মূলত টাকা বেরয়, সেই অংশের সামনের ঢাকনাটি কৌশল ভাবে খুলে ফেলত অভিযুক্তরা। এরপর ভেতরের টাকা বেরনোর আরেকটি অংশে সেলোটেপ দিয়ে আটকে দেওয়া হত। এরপর এটিএমের যে সামনের ঢাকনাটি খোলা হয়েছিল সেটিকে ঠিকঠাক ভাবে লাগিয়েই ওই দুই প্রতারক কাউন্টার থেকে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য গা ঢাকা দিয়ে থাকত। তার মধ্যেই অনেক গ্রাহকেরাই নিজেদের ব্যাংকের এটিএম কার্ড ব্যবহার করে টাকা তোলার অন্য আসতেন এবং সঠিকভাবে টাকা তুলতেন। কিন্তু এটিএম মেশিনে টাকা বেরনোর আওয়াজ এবং মোবাইলে টাকা কেটে নেওয়ার মেসেজ গেলেও সেই টাকা মেশিন থেকে বেরতো না। অর্থাৎ ঢাকনার ভেতরে অংশের সেলোটেপ থাকার জন্য সে টাকাগুলি আটকে যেত। ফলে গ্রাহকেরা দুশ্চিন্তায় পড়লে তাদের ব্যাংকের কাছে অভিযোগ জানানো ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এরকম দু'ঘণ্টা সময় কেটে যাওয়ার পর প্রতারক ওই দুই যুবক সেই সংশ্লিষ্ট এটিএম কাউন্টারে যেত এবং কৌশলে সামনের ঢাকনা খুলে ভেতরের অংশের স্যালোটেপে আটকানো টাকা সমস্তটাই বার করে নিত। এরকমভাবে ইংরেজবাজারের বেশ কয়েকটি এটিএম কাউন্টারে অভিনব কৌশলে টাকা চুরির ফাঁদ পাতে বিহারের ওই দুই যুবক। যা পরবর্তীতে মকদমপুর এলাকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে কিছু গ্রাহক অভিযোগ জানান।

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ মকদমপুর এলাকার সেই সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের এটিএম কাউন্টারটির সিসি ক্যামেরার তদারকি করে। সেখানেই দেখা যায় প্রথমে দুই যুবক এটিএমের ঢাকনা খুলে স্যালোটেপ লাগিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। পরে ওই দুই যুবক আবার এসে এটিএমের নিচের প্রথম ঢাকনাটি খুলে ভেতরে সেলোটেপে আটকে থাকা টাকা চুরি করে চম্পট দেয়। এরপরই বিভিন্ন সূত্র ধরে পুলিশের শুরু হয় তদন্ত। আর সেই তদন্তের ভিত্তিতেই পুলিশ বিহারের গয়ার ফতেপুর এলাকা থেকে ওই দুইজনকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ জানিয়েছে, সাইবার প্রতারণার এটি একটি নতুন ছক কষেই এই অপরাধমূলক কাজ করছে ধৃতেরা। এই ঘটনার পিছনে বিহারের আরও কোনো বড়চক্র জড়িত থাকার আশঙ্কাও করেছে পুলিশ। ধৃতদের মালদা আদালতের মাধ্যমে সাত দিনের নিজেদের হেপাজতের নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা।

দর্শক মহলে সাড়া ফেলল কলেজ পড়ুয়াদের অভিনীত 'সন্ধ্যা তারা' নাটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পটাশপুর: দর্শক মহলে সাড়া ফেলল এগরা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনীত মনোজ মিত্রের 'সন্ধ্যা তারা' নাটক। পটাশপুর দু'নম্বর ব্লকের খাড় ক্ষুদিরাম মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে মঙ্গলবার এই নাটক অভিনীত হয়। এগরা সারদা শশীভূষণ কলেজের নাটক ও নাট্যচর্চা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অভিনয়ে মাত করেন অধ্যাপক ও শিক্ষক-শিক্ষিকরাও। এই নাটকের মাধ্যমে অবক্ষয়িত মূল্যবোধ ও অবক্ষরিত সমাজের চিত্র তুলে ধরে কলেজ পড়ুয়ারা। নাটকের বেশ কিছু দৃশ্য নজর কাড়ে দর্শক মহলের। করতালীর মুখরিত আওয়াজে নাটক সুসম্পন্ন হয়। ছিলেন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মলয় বারিক, শিক্ষক নবারুণ নায়েক, সুধাময় গায়েন, রজনীকান্ত কুমার, বিদ্যুৎ কুমার দাস, শিক্ষিকা সাথী জড় প্রমুখ।

কলেজে অধ্যক্ষ ড. দীপক কুমার তামিলি জানান, 'ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চাকে এগিয়ে রাখতে ও অব্যাহত রাখ তে আমাদের কলেজের নাটক ও নাট্যচর্চা বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা অগ্রগণ্য ভূমিকা নেবে তা আমি আগেই জানিয়েছিলাম এবং তারা সেই ধারাকে অব্যাহত রাখছে। কয়েকবছর ধরে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এগরা সারদা শশীভূষণ কলেজের নাটক ও নাট্যচর্চা বিভাগ। আগামী দিনেও তারা আপনাদের কাছে পৌঁছবে নতুন নতুন নাটক নিয়ে। বঙ্গসংস্কৃতির ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে এবং এই চর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখতে আমাদের এই বিভাগ দায়বদ্ধ।'

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেকে মান্যতা দিয়ে অভিনব উদ্যোগ, দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে রক্তদান ও গ্যাসের বায়োমেট্রিক পরিষেবা। এই অভিনব উদ্যোগ নিলেন বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এই ব্যতিক্রমী অতিরিক্ত পরিষেবা জেলায় নজির গড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে। বুধবার বনমালীপুর প্রিয়নাথ গার্লস হাইস্কুলে বারাসাত পুরসভার ১৩,১৪,১৫ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প হয়। রক্ত সংকট মেটাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে রক্তদান করার উদ্যোগ নিতে বলেছিলেন। পাশাপাশি রাজ্যবাসীর সুবিধার্থে মানুষের দুয়ারে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে দেশ-বিদেশে নজির গড়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই দুই উদ্যোগকে একযোগে করে চিকিৎসক পুরপিতা নজর কাড়লেন। পাশাপাশি দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে গ্যাসের বায়োমেট্রিক পরিষেবার ব্যবস্থা করে বারাসাতবাসীর কষ্ট লাঘব করলেন। পুরপিতার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বারাসাতবাসী সহ পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি। এদিন ক্যাম্পে নিজেও রক্ত দেন পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা।

প্রসঙ্গত, বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডটি দীর্ঘদিন ধরে বামেদের দখলে ছিল। এই ওয়ার্ডের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে আর্থিক ও সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ। বাম জামানায় এই ওয়ার্ডে তেমনভাবে কোনও কাজই হয়নি। এবারই প্রথম ওয়ার্ডটি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে এসেছে। ক্ষমতায় এসেই ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা চিকিৎসক সুমিত কুমার সাহা একের পর এক উন্নয়ন করে চলেছেন। ওয়ার্ডের ঘরে ঘরে সরকারি পরিষেবে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি নিজেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে নানা কাজ করে করছেন। এবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থা করে তিনি নজির গড়েছেন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ সাহা বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদাই মানুষের জন্য কাজ করেন। তার মস্তিষ্কপ্রসূত নানান প্রকল্প এনে মানুষের কষ্ট লাঘব করছেন। তার অনুপ্রেরণাতেই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে রক্তদান শিবির ও গ্যাসের বায়োমেট্রিক পরিষেবার ব্যবস্থা করে ওয়ার্ডবাসীদের কিছুটা সুরাহার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছি। অশনি মুখার্জি পুরপিতার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন এটা খুব ভালো উদ্যোগ। রাজ্যের কোনও পুরসভায় এমন উদ্যোগ নজরে আসেনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশকে সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য ডাক্তার পুরপিতাকে ধন্যবাদ জানাই।

বনাধিকারীকের মদতে গাছ কেটে রাস্তা নির্মাণের অভিযোগ বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে

বিক্ষোভ গ্রামবাসীর, শোকজ আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বন দপ্তরের এক অফিসারের মদতে জঙ্গলে বহু মূল্যবান গাছ কেটে অবৈধ ভাবে রাস্তা নির্মাণ করার অভিযোগ উঠল একটি বেসরকারি স্কুলের বিরুদ্ধে। বন দপ্তরের অফিসারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। উঠল চোর স্লোগানও।

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের চৌকান সংলগ্ন এলাকায় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিট অফিসারের মদতে বিষ্ণুপুরের একটি বেসরকারি স্কুল তার পাশেই থাকা জঙ্গলের বহু মূল্যবান গাছ কেটে অবৈধ ভাবে রাতারাতি রাস্তা তৈরি করছে, গ্রামবাসীরা এর আগেও বিট অফিসারকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন কিন্তু কোনও গ্রাহ্য করেননি ওই তিনি। তারপরেও দিনের পর দিন গাছ নিধন করে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। যে কারণেই বুধবার সকালে সকল গ্রামবাসী একজোট হয়ে ঘটনাস্থলে বিট অফিসারকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান বিট অফিসার। এরপরেই বিট অফিসারকে উদ্দেশ্য করে ওঠে চোর চোর স্লোগান। এই ঘটনায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন ওই বিট অফিসার বিমান রায়।

এই সমগ্র বিষয়টি নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ মুখ খুলতে চাইছে না। বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বনবিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহ এই বিষয়টি নিয়ে বলেন, 'আমি বিষয়টি জানার পরে রেঞ্জ অফিসারকে বলেছি ইমিডিয়েট যাতে ওই স্কুল কর্তৃপক্ষকে নোটিস করা হয়। তারা যেন তাদের সমস্ত কাগজপত্র সাত দিনের মধ্যে আমাদের কাছে জমা করে। ওখানে যদি কোনও ভাবে গাছ কাটা হয়ে থাকে, সমস্ত

গাছ আমরা বাজেয়াপ্ত করব। রেঞ্জ অফিসারকে ব্যবস্থা নিতে বলেছি খুব তাড়াতাড়ি। বিট অফিসারকে শোকজ করছি। আইনগত ভাবে যা পদ্ধতি হবে খুব তাড়াতাড়ি তা ব্যবস্থা নেব। এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি আর না হয়, আমার সমস্ত অফিসারকে সে বার্তা দিয়েছি, তাঁরা যেন ফিল্ডে অ্যালার্ট থাকেন।'

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN : L70109WB1986PLC040864
রেজিস্টার্ড অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১
হেড অফিস : ইউনিট নং ৪ এবং ৫, ৪র্থ তল, প্লট নং - ডি-২, সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, সাকেত, নিউ দিল্লি - ১১০ ০১৭
ফোন নং : ০১১ ৪২৬৫৪২৬৫, ফ্যাক্স নং : ০১১ ৪২৬৫৪২০০
ইমেল : investorrelations@ashianahousing.com কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির **অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) বুধবার ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ বিকাল ৪টায়** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি) বা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সমস্ত প্রযোজ্য বিধান এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫, সাধারণ সার্কুলারগুলির সাথে পড়ুন সার্কুলার ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সার্কুলার নং ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ যথাক্রমে ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ), এবং সার্কুলার নং দ্বারা জারি করা হয়েছে SEBI/HO/CFD/CFD/POD-2/P/CIR/2023/167 তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) দ্বারা জারি করা হয়েছে, বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানকারী নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় লেনদেনের জন্য।
উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপিগুলি সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(গুলি) এর সাথে নিবন্ধিত। উল্লিখিত নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ashianahousing.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে যেখানে কোম্পানির শেয়ারগুলি **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**। সেবি-র সার্কুলার অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক রিপোর্টের কোনও শারীরিক কপি কোনও সদস্যকে পাঠানো হবে না।
সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে, এটি জানানো হচ্ছে যে দূরবর্তী ই-ভোটিং, বা অসাধারন সময় ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কাট-অফ তারিখ সাধারণ সভা হল ১০ জানুয়ারী ২০২৪ ('ই-ভোটিংয়ের জন্য কাট-অফ তারিখ')। একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপি-এর দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়েছে, তিনি অতিরিক্ত সময়ে দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
শেয়ারহোল্ডাররা যারা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, অথবা লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ম্যান্ডেট আপডেট করেননি, অনুগ্রহ করে এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন :
ক) প্রকৃত মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের বিশদ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে নির্ধারিত ফর্ম আইএসআর ১ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ফর্ম, আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে তাদের বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য, ইমেল-আইডি, ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, মোবাইল নম্বর এবং স্থায়ী অ্যাকাউন্টের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি, পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান), বিতাল হাউস, ৪র্থ তল, ৯৯, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, মাদাঙ্গির, দিল্লি-১১০০৬২। আইএসআর ১ ফর্মের ফর্ম্যাট এবং অন্যান্য সম্পর্কিত ফর্মগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইটে **https://www.ashianahousing.com/real-estate-investors/financial-reports#3** এ উপলব্ধ।
খ) ইলেকট্রনিক মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের ইমেল আইডি নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ইলেকট্রনিকভাবে কোম্পানির কাছ থেকে সমস্ত যোগাযোগ পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপিএস)।

ই-ভোটিং সুবিধা :
কোম্পানিটি এনএসডিএল-এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট তার সমস্ত সদস্যকে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে নির্ধারিত রেজোলিউশনগুলির উপর বার্ষিক সাধারণ সভার আগে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য। উপরন্তু, কোম্পানি মিটিং চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং ১৪ জানুয়ারি ২০২৪ (রবিবার) সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ১৬ জানুয়ারি ২০২৪ (মঙ্গলবার) বিকেল ৫টায় শেষ হবে।
ইজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :
ক) সদস্যগণ অতিরিক্ত সাধারণ সভায় (ইজিএম) সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য তাদের ভোটদানের অধিকার রিমোট ইভোটিং ব্যবস্থায় এবং ইভোটিং মাধ্যমে ইজিএম নোটিশে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অধীনে প্রয়োগ করতে পারবে।
খ) ইজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার লগইন প্রমাণপত্রগুলি সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে যখন তারা উপরে প্রদত্ত পদ্ধতিতে সফলভাবে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করবেন।
১৬ জানুয়ারি ২০২৪ (মঙ্গলবার) বিকেল ৫টার পরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না। যে সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দিয়েছেন তারা ভিডিও কনফারেন্স/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারেন তবে বার্ষিক সাধারণের সময় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার সুবিধার সাথে যুক্ত অভিযোগের প্রতিকারের জন্য দায়ী ব্যক্তির বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।
সদস্যগণ যারা তাদের মতামত দিতে চান/কোনও প্রশ্ন করতে চান বক্তা হিবেসে সংশ্লিষ্ট সভায় আগাম তাদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন নথিভুক্ত ইমেল ঠিকানা, নাম, ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি/ফোলিও নম্বর, প্যান এবং মোবাইল নম্বর সহ investorrelations@ashianahousing.com তে অনুরোধ পাঠিয়ে ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ (সকাল ৯টা আইএসটি) এবং ১২ জানুয়ারি ২০২৪ (বিকেল ৫টা আইএসটি) মধ্যে। কেবল সেই সকল সদস্যই বক্তা শেয়ারহোল্ডার হিসেবে তাদের নাম আগাম নথিভুক্ত করবেন যারা তাদেরকেই ইজিএম চলাকালীন মতামত/প্রশ্ন করার অনুমতি দেওয়া হবে। কোম্পানি ইজিএম চলাকালীন সময় পাওয়া সাপেক্ষে বক্তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার রাখে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
আশিয়ানা হাউজিং লি.'এর পক্ষে
স্বা/-
নিতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
সদস্য নং - এসিএস ২১১৯১

স্থান : নিউ দিল্লি
তারিখ : ২০.১২.২০২৩

পুরুলিয়াতে সুন্দরবন! রঞ্জনডি জলাধারের ছবি ভাইরাল, উপচে পড়ছে পর্যটক

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুলিয়া: পারদ নামছে। নেমেই চলছে। আর যার জেরে জাকিয়ে শীত পড়তেই পর্যটকদের আগমন শুরু হয়ে গিয়েছে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন পর্যটন স্থানগুলোতে। এই বছর পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়, গড়পঞ্চকোট, জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন স্থানগুলোর সঙ্গে যোগ হয়েছে কাশীপুরের রঞ্জনডি জলাধার। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে পুরুলিয়ার কাশীপুর থানার রঞ্জনডি জলাধার যেন পুরুলিয়ার সুন্দরবন হয়েই সাড়া ফেলে দিয়েছে। আর এই রঞ্জনডি জলাধারের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ার

দৌলতে ভাইরাল হতেই ভ্রমণপিপাসু মানুষজনের ভিড় উপচে পড়ছে পুরুলিয়ার 'সুন্দরবনে'।

জানা যায়, পুরুলিয়ার আদ্রা রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দূরে এবং কাশীপুর থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রঞ্জনডি জলাধার। যার আর এক নাম হল যোগমায়া সরোবর। পর্যটকরা বলছেন, এই জলাধারকে ঘিরে পুরুলিয়ায় একটি সুবিশাল পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠার সম্ভবনা তাঁরা দেখছেন। যদিও ইতিমধ্যেই এখানে গড়ে উঠেছে একাধিক সরকারি-বেসরকারি রিসোর্ট ও লজ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এই জলাধার বা পর্যটন স্থানে পর্যটক টানতে রয়েছে জলাধারে বোটিং করার সুব্যবস্থা আর এই বোটিং করতে গিয়েই দেখা মেলে সুন্দরবনের সাদৃশ্য সৌন্দর্য। সোনাঝুরি গাছের অপরূপ দৃশ্য যেন সুন্দরবনেরই আর এক সৌন্দর্য, যা দেখে খুব সহজেই মুগ্ধ হয়ে উঠছেন আগত পর্যটকরা। আর এই শীতের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ছে এই রঞ্জনডি জলাধারে। অপরদিকে রঞ্জনডি জলাধার বা যোগমায়া সরোবর জেলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রের মাত্রা পাওয়ায় খুশি কাশীপুরবাসী তথা পুরুলিয়া জেলাবাসীর।

শীত পড়তেই পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে ভিন রাজ্য এমনকি ভিন দেশ থেকেও পর্যটকদের আগমন শুরু হয়ে যায়। গমগম করে পর্যটন কেন্দ্র গুলি। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। জাকিয়ে শীত পড়তেই পর্যটকদের আগমনও বাড়তে শুরু হয়েছে। চলতি মাসের ২৮ ডিসেম্বর শুরু হতে চলেছে পুরুলিয়ার বিখ্যাত হীরক রাজার দেশ জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসব।

প্রায় বিরোধীহীন লোকসভায় পাশ ন্যায়সংহিতা বিল

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: পাশ হয়ে গেল ন্যায় সংহিতা বিল। বুধবার কার্যত বিরোধীশূন্য লোকসভায় মোট তিনটি বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পাশ হয়ে যায় বিলগুলো। উল্লেখ্য, এর আগেও একবার লোকসভায় পেশ হয়েছিল তিনটি বিল। সেখানে বেশ কয়েকটি সংশোধনের সুপারিশ করা হয়। তার পর এদিন বিল পেশ করা হয়েছিল।

শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকে মোট ৯৭ জন বিরোধী সাংসদ সাসপেন্ড হয়েছেন। বুধবারও দুপুরের দিকে সাসপেন্ড হয়ে যান দুই সাংসদ। তার পরেই কার্যত ফাঁকা সংসদে ন্যায় সংহিতা বিল নিয়ে আলোচনা শুরু করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারতীয় সংবিধানকে প্রাধান্য দিয়েই তৈরি হয়েছে এই তিনটি বিল। আমজনতার উন্নয়নের সঙ্গে ভারতীয়ত্বকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নতুন বিলগুলোতে।

৯৭ সাংসদের সাসপেনশনের জেরে প্রায় বিরোধীহীন লোকসভায় শাহের দাবি, ব্রিটিশ জমানায় রাজদ্রোহ আইন শুধু নাম বদলে স্বাধীন ভারতে দেশদ্রোহ আইন হিসাবে কার্যকর হয়েছিল। এর পরেই তাঁর মন্তব্য, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই দাসত্বের সব চিহ্ন মুছে দিতে চলেছেন।' সেই সঙ্গে তাঁর দাবি, 'স্বাধীনতার পরে নরেন্দ্র মোদির সরকারই এক মাত্র ভোটের আগে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে চলেছে।'

প্রসঙ্গত, গত ১১ অগস্ট সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ দিনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় তিনটি বিল পেশ করে জানিয়েছিলেন, ১৮৬০ সালে তৈরি 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' (ভারতীয় দণ্ডবিধি) প্রতিস্থাপিত হবে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' দিয়ে। ১৮৯৮ সালের 'ক্রিমিনাল প্রসিডিওর অ্যাক্ট' (ফৌজদারি দণ্ডবিধি) প্রতিস্থাপিত হবে 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা' দ্বারা এবং ১৮৭২ সালের 'ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট' (ভারতীয় সাক্ষ্য আইন) প্রতিস্থাপিত হবে 'ভারতীয় সাক্ষ্য বিল'-এ।

এর পরেই বিল তিনটি সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, শাহ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের এই আইন বদলের বিষয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পাঠানো ২২ অগস্টের সেই চিঠির জবাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'আইন বদলের এই উদ্যোগ ভারতীয় জনজীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই চূড়ান্ত সতর্কতা বজায় রেখেই এ ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করতে হবে।'

চিঠিতে মমতা জানিয়েছিলেন, বর্তমান লোকসভার মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। তাই তাড়াহুড়ো করে শীতকালীন অধিবেশনে যেন এ সংক্রান্ত বিল পাশের চেষ্টা না করা হয়। কংগ্রেস, ডিএমকে-সহ একাধিক বিরোধী দলও বিল পাশে তাড়াহুড়ো নিয়ে আপত্তি তুলেছিল। এর পরে তিনটি বিল প্রত্যাহার করেছিল কেন্দ্র। কিন্তু বুধবার শাহ দাবি করেছেন, বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মতামত নেওয়ার পরেই দণ্ডসংহিতা সংক্রান্ত তিনটি বিল নিয়ে সংসদে বিতর্কে সক্রিয় হয়েছে কেন্দ্র। যদিও মঙ্গলবারই নতুন করে দণ্ডসংহিতা সংক্রান্ত তিনটি বিল নিয়ে আলোচনার জন্য সরকারের তরফে নোটিস দেওয়া হয়েছিল।

কার্যত বিরোধীশূন্য লোকসভা, সাসপেন্ড আরও দুই সাংসদ

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: পরপর তিনদিন। সংসদে অব্যাহত সাসপেনশনের ধারা। বুধবারও লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত হলেন তিন সাংসদ। বুধবার শীতকালীন অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন সি থমাস ও এএম আরিফ। সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘনের ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছিলেন তাঁরা। ওয়েলে নেমে প্রতিবাদ ও প্ল্যাকার্ড দেখানোর অপরাধে গোটা অধিবেশনের জন্যই লোকসভা থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে। সবমিলিয়ে চলতি অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড হলেন ১৪৪ জন বিরোধী সাংসদ।

সোম ও মঙ্গলবার একসঙ্গে বিশাল সংখ্যক সাংসদ সাসপেন্ড হয়েছেন সংসদের দুই কক্ষ থেকে। তৃণমূল, কংগ্রেস- সহ সমস্ত বিরোধী দলেরই অধিকাংশ সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। মঙ্গলবারই সেঞ্চুরি পেরিয়ে গিয়েছিল বহিষ্কৃত সাংসদদের সংখ্যা। সেই তালিকায় বুধবার যোগ হয়েছে আরও দুজনের নাম। চলতি অধিবেশনে কেবলমাত্র লোকসভা থেকেই বহিষ্কৃত হয়েছেন ৯৭ সাংসদ।

সাসপেন্ড হওয়ার পর আরিফ জানান, 'সংসদে নিরাপত্তায় গাফিলতি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করেছি। প্রতিবাদও জানিয়েছি। তাই আমাদের সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে।' উল্লেখ্য, দুই সাংসদকে সাসপেন্ড করার পরই লোকসভায় বক্তব্য রাখতে শুরু করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সংশোধিত ন্যায় সংহিতা নিয়ে বক্তৃতা দেন তিনি।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সাসপেন্ড হয়েছেন শশী থারুর, ফারুক আবদুল্লা, ডিম্পল যাদব-সহ একঝাঁক সাংসদ। তার পরেই ক্ষোভ উগরে দিয়ে কংগ্রেস সাংসদ বলেন, 'বিরোধী শূন্য লোকসভা তৈরি করতে চাইছে ওরা। রাজ্যসভাতেও তাই করবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মৃত্যু সংবাদ লিখে ফেলতে হবে মনে হচ্ছে।' দেশকে পুলিশি রাষ্ট্রের পথে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেই মত বিরোধীদের।

বানভাসি তামিলনাড়ুতে মৃত বেড়ে ১০, জেলাগুলিতে বন্ধ স্কুল-কলেজ

চেন্নাই, ২০ ডিসেম্বর: ফের টানা দুদিন ধরে লাগাতার বর্ষণে দক্ষিণ তামিলনাড়ু একাধিক জেলা জলের তলায়। বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জনজীবন। দুর্যোগের জেরে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১০। বেশ কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছে দেওয়াল চাপা পড়ে। এর মধ্যেই উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে রাজ্য ও কেন্দ্রের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। বায়ুসেনার হেলিকপ্টারের সাহায্যে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে দুর্গম অঞ্চলে। বানভাসি জেলাগুলিতে বন্ধ স্কুল-কলেজ।

তামিলনাড়ুর মুখ্যসচিব শিব দাস মিনা জানিয়েছেন, বৃষ্টির কারণে তিরুনেলভেলি ও তুতিকোরিন জেলায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েক জনের মত্যু হয়েছে পাঁচিলে ধস নেমে চাপা পড়ে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েও মৃত্যু হয়েছে কারও কারও। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দুই দিনে তিরুনেলভেলি ও তুতিকোরিন জেলায় রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে। এর জেরে রাস্তা, রেললাইন, ব্রিজ জলের তলায়। কার্যত যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এইসঙ্গে জলের তলায় মাঠ মাঠ ফসল। এর ফলে বন্যা পরবর্তী সময়ে খাদ্যপণ্যের দাম মাত্রাছাড়া হওয়ার আশঙ্কা। এদিকে দুর্যোগের জেরে তিরুনেলভেলি এবং তেনকাসি জেলায় স্কুল ও কলেজে

বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। তুতিকোরিনেও ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে।

বন্যার প্রভাব পড়েছে ট্রেন চলাচলেও। প্লাবিত জেলাগুলির ভিতর দিয়ে যাতায়াত করা ট্রেনগুলিকে বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যেই লাগাতার উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা। এদিকে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে। তিনি আবেদন করেছেন, সাম্প্রতিক দুর্যোগকে 'জাতীয় বিপর্যয়' বলে ঘোষণা করা হোক।

মুখ খুললেন ধনখড়

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়কে নকল করে যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোটবাক্সে সেই বিতর্কের ফায়দা তুলতে চেষ্টার কসুর করছে না বিজেপি। ধনখড় নিজে এদিন রাজ্যসভার অধিবেশন চলাকালীন কার্যত ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, 'আমার অপমান নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি রক্তবিন্দু পান করতে পারি। কিন্তু আমার পদের অপমান, কৃষক সমাজের অপমান এবং আমার জাতির অপমান হলে আমি সহ্য করব না।'

কল্যাণের কাণ্ডে 'হতাশ' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: চাপা পড়ছে সংসদে হামলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ১৪১ জন সাসংদকে বহিষ্কারও। ইস্যু হয়ে উঠল উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড়কে নকল করার বিষয়টি। শাসকদলের তুমুল সমালোচনার মুখে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধনকড় আগেই জানিয়েছিলেন, মিমিক্রির ভিডিও ভাইরাল হতেই ফোন করে দুঃখপ্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার ধনখড়কে কল্যাণের নকল করার ঘটনায় এক্স হ্যান্ডলে দুঃখপ্রকাশ করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ধনখড়কে কল্যাণের নকল করার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডলে রাষ্ট্রপতি লেখেন, 'সংসদ চত্বরে আমাদের শ্রদ্ধেয় উপরাষ্ট্রপতিকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে, তা দেখে আমি হতাশ। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অবশ্যই নিজেদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। তবে তাঁদের অভিব্যক্তি মর্যাদা এবং সৌজন্যের মধ্যে হওয়া উচিত। এমন সংসদীয় ঐতিহ্যের জন্যই আমরা গর্বিত। যা বজায় থাকুক, আশা করেন ভারতের জনগণ।' উল্লেখ্য, একের পর এক সাংসদদের বহিষ্কারের প্রতিবাদে মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন ইন্ডিয়া জোটের সাংসদরা। সেখানেই দেখা যায় অভিনব দৃশ্য। ধনখড়ের অঙ্গভঙ্গি নকল করেন কল্যাণ। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, নিজের মোবাইল ফোনে কল্যাণের সেই অঙ্গভঙ্গি রেকর্ড করছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। উপস্থিত বাকি সাংসদরা হাসিতে ফেটে পড়ছেন। এই ঘটনায় গতকালই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ধনখড়। বলেন, 'লজ্জাজনক, হাস্যকর, অনভিপ্রেত যে একজন এম পি ব্যঙ্গ করছেন এবং দ্বিতীয় এম পি সেই ঘটনার ভিডিও করছেন।' রাহুলেরও নিন্দা করেন উপরাষ্ট্রপতি।

যদিও বুধবার এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কল্যাণ বলেন, 'জগদীপ ধনখড়জির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। আমরা একই পেশার সঙ্গে যুক্ত (দুজনেই আইনজীবী)। তিনি আমাদের প্রাক্তন রাজ্যপাল, বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি। আমি কেবল এক ধরনের শিল্প প্রদর্শন করেছি। এমনকী অতীতে প্রধানমন্ত্রীও লোকসভায় দাঁড়িয়ে মিমিক্রি করেছেন। যা দেখাতেও পারি। কিন্তু বিষয়টিকে কখনই গুরুত্ব দিইনি।'

ইজরায়েলের বোমাবর্ষণে গাজায় কমপক্ষে মৃত প্রায় ৩৩ জন

গাজা, ২০ ডিসেম্বর: গাজায় নতুন করে ইজরায়েলের হামলায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩৩ জনের। গত সপ্তাহেই গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পেশ হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘে। কিন্তু ভেটো প্রয়োগ করে সেই চেষ্টা আটকে দিয়েছিল আমেরিকা। ফলে গত দু'মাস ধরে হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে চলা যুদ্ধে ছেদ পড়ার সম্ভাবনা জোরাল ধাক্কা খেয়েছিল। বুধবারেও যুদ্ধবিরতি নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের ভোটাভুটি থমকে গিয়েছে। ফলে গাজায় মৃত্যু মিছিল অব্যাহত।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ইজরায়েলের বোমাবর্ষণে গাজায় প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৩৩ জন। উদ্যোগী হয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস। কিন্তু ভেটো প্রয়োগের পক্ষে ওয়াশিংটনের যুক্তি ছিল, এই প্রস্তাবে যুদ্ধের ময়দানে পরিস্থিতি কিছুই পালটাবে না। বাস্তব থেকে যোজন দূরে এই প্রয়াস। এটা অর্থহীন।

এদিকে, রাষ্ট্রসংঘে এই প্রস্তাব পেশ হওয়ার পরই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, যাই হয়ে যাক না কেন হামাসের শেষ না দেখে যুদ্ধ থামাবে না ইজরায়েল। ফলে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছে তেল আভিভ। তাই রাষ্ট্রসংঘে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব

এই পরিস্থিতিতে মানবিকতার কারণে ইজরায়েলের উপর যুদ্ধ থামাতে ক্রমাগত চাপ বাড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক মহল। যুদ্ধ বিরতির দাবিতেই গত সপ্তাহে প্রস্তাব পেশ হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘে। কিন্তু আমেরিকার ভেটোতে তা আটকে যায়। ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপ নিয়ে ও গাজায় দ্রুত ত্রাণ সরবরাহ নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটির কথা ছিল। যা বুধবারেও করা সম্ভব হয়নি। বলে রাখা ভালো, হামাস বনাম ইজরায়েল যুদ্ধে র্যন্ত মৃত্যু হয়েছে প্রায় ১৮ হাজার প্যালেস্তিনীয়র। নিহতদের মধ্যে শিশু ও মহিলার সংখ্যাই বেশি। এই প্রেক্ষাপটে রক্তপাত থামাতে কোনওভাবে পাশ হলেও তা আদৌ ইজরায়েল মানবে কি না সেটাই এখন প্রশ্ন। আর এর জেরে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার উত্তরও অজানা।

উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবর হওয়া হামলার বদলা নিতে হামাসকে চিরতরে মুছে ফেলার পণ করেছে ইজরায়েল। জঙ্গিদের নিকেশ করতে গাজায় তীব্র আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে জঙ্গিদের একের পর এক ডেরা। উত্তর গাজাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর এবার তেল আভিভের নজর পড়েছে দক্ষিণ গাজায়। সেখানেও হামলা চালানো হচ্ছে।

চিনে ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ১৪৯, বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন বহু এলাকা

বেজিং, ২০ ডিসেম্বর: উত্তর-পশ্চিম চিনের পার্বত্য অঞ্চলে ৬.২ তীব্রতার শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪৯-এ পৌঁছেছে। ভূমিকম্পে আহতের সংখ্যা এক হাজারের বেশি। প্রবল শীতের জন্য বিঘ্নিত হচ্ছে উদ্ধারকাজ, পাশাপাশি প্রবল ঠান্ডার মধ্যেই ভূমিকম্পে ঘর-বাড়ি ভেঙে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। চিনের সময় অনুযায়ী, সোমবার রাত ১১.৫৯ মিনিট নাগাদ কেঁপে ওঠে চিনের গানসু এবং কিংহাই প্রদেশ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.২, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল গানসু প্রদেশের রাজধানী লানঝৌ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে, মাটি থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে অনেক বড়ি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। গানসু এবং কিংহাই এই দুই প্রদেশ মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১৪৯। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশি ঘর-বাড়ি। বুধবার সকালে প্রশাসনের পক্ষ হয়েছে, গানসু প্রদেশে ১৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে ও আহত হয়েছেন ৭৮২ জন এবং কিংহাই প্রদেশে প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ জন ও ১৯৮ জন আহত হয়েছেন। ভূমিকম্পের পর চিনের বহু এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এখনও অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 59/2023-24 & Memo No.: 861, Date: 19.12.2023**, for 06 nos. scheme under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **06.01.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

Office of the
Radharghat-II Gram Panchayat
Muktarpur : Berhampore : Murshidabad.
1) NOTICE INVITING e-TENDER NO- 14 & 15 /2023-24 PRODHAN/ RADHARGHAT-II Dated 20/12/2023 is hereby invited through online by the Prodhan, Radharghat-II G.P. Berhampore, MSD. for Civil works upto **04/01/2023 Time: 3.00 PM**
Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Prodhan,
RADHARGHAT-II Gram Panchayat, Muktarpur, Berhampore, Murshidabad.

E-Tender Notice
Five E-tender notice are hereby invited on behalf of Prodhan, Bahirgachi GP, Post- Hat Bahirgachi, Dt.- Nadia vide **NIT No- 20(e)/ BGP /Mother/2023-24 to 21(e)/ BGP/Light/2023-24 date-20.12.2023.** Last date of submission Tender documents on **04.01.2024.** Details information are available in **www. etender. wb.nic.in**
Sd/- Prodhan
Bahirgachi Gram Panchayat

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
Notice Inviting e-Tender No. : WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT-04(3rd Call)/2023-24
Memo No. : 2627/BM/2023-2024
Dated : 20.12.2023
Name of the Work : (I) Construction of New Cement Concrete Road from Shop of Tarikh to H/O Jamirul Halk in ward no. 05 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission **08.01.2024**, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Khanakul-II Dev. Block
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING e-TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 57/ BDO Kh-II/2023-24, Date: 20.12.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_627069_1** for KHD ACR. Last date of closing bids ends on **05.01.2024 up to 06:00 PM. & 58/BDO KH-II/2023-24, Date: 20.12.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_627111_1 to 2** for Dining Shed & Toilet. Last date of closing bids ends on **05.01.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Dev. Officer
Khanakul-II Dev. Block

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-12 OF 2023-24 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 126 nos. Various Works under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: 19.12.2023 at 9.00 AM. and Closing Date: 02.01.2024 at 9.00 AM. For more information, visit: www.wbtenders.gov.in and www.basirhatmunicipality.in
Sd/-
Chairperson,
Basirhat Municipality

e-Tender Notice
Pradhan, Pantihal Gram Panchayat under Jagatballavpur Dev. Block, Howrah invites **e-Tender vide NIT No. Pant/NIT/ 449/2023, Pant/NIT/450/2023, Pant/NIT/451/2023, Dated 20/12/2023.** Last date of submission of Bid through online **05/01/2024 upto 11 AM.** For more information visit **https://www.wbtenders.gov.in**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
[illegible] Dated 20.12.2023	Repairing and Renovation of W.B.M road at inside compound of dumping ground in Ward No-15 Under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 2,89,105.00

Bid Submission end date: 05.01.2024 at 11.00 hrs.
For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Office of the
Sadikhan's Dearh Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad
NIT No- 03/SADI/GP/SFC (Untide)/ 2023-24 Memo No-259/ SADI/ 2023 Date-14/12/2023 & NIT No- 04/SADI/ GP/ SFC (Tide)/2023-24 Memo No-260/SADI/2023 Date-14/12/2023 & NIT No- 05/SADI/ GP/CFC (Untide)/2023-24 Memo No-261/SADI/2023 Date-14/12/2023 & NIT No- 06/SADI/ GP/CFC (Tide)/2023-24 Memo No-262/SADI/2023 Date-14/12/2023 **Last Date Application -29/12/2023 upto-2.00 PM**
Last date of dropping of sealed Tender form-**29/12/2023 Upto-2.00 PM.** Date of opening of Tender - **02/01/2024 Upto-2.30 PM**
For Details see-Office Notice Board
Sd/- Prodhan
Sadikhan's Dearh Gram Panchaya

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No.-07/5th CFC/DEBGP/2023-24, vide Memo No-322/ (En)/ (3)/DGP, Date-08-12-2023
Sl. No. Particular's, Date & Time-
1) Date of Publishing of NIT Documents (online)-18/12/2023 from 17.00 Hrs.
2) Documents Download /Sell Start Date (online)- 18/12/2023 from 17.00 Hrs.
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- 18/12/2023 from 17.00 Hrs.
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial (online) & last date of submission of EMD (online)- 30/12/2023 upto 09.00 Hrs.
5) Bid opening date & time for Technical bid (online)- 03/01/2024 at 12.00 Hrs.
* All time Fixed as per online sever time.
Sd/-, Prodhan
Debipur Gram Panchayat,
Murshidabd

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No.-06/15th CFC/DEBGP/2023-24, vide Memo No-304/ (En)/ (4)/DGP, Date-07-12-2023
Sl. No. Particular's, Date & Time-
1) Date of Publishing of NIT Documents (online)-18/12/2023 from 17.00 Hrs.
2) documents Download /Sell Start Date (online)- 18/12/2023 from 17.00 Hrs.
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- 18/12/2023 from 17.00 Hrs.
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial (online) & last date of submission of EMD (online)- 02/01/2024 upto 09.00 Hrs.
5) Bid opening date & time for Technical bid (online)- 05/01/2024 at 12.00 Hrs.
* All time Fixed as per online sever time.
Sd/-, Prodhan
Debipur Gram Panchayat,
Murshidabd

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: - 11/ GGP/5th. SFC/ 2023-24, With Vide Memo No. 340/GGP/2023-24, Dated:- 19-12-2023,** The Last date for online submission of tender is **08/01/2024 upto 02.00 P.M.** For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchayat

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender (NIT No.: 11)
e-Tender are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 631/Bijur-II/2023, Date: 20.12.2023** for 02 (Two) nos. scheme such as **CC Road with Cement Concrete from Begunia Dakshinpara Kalitala to Dakshinpara Khelar Math at Begunia and others under 5th SFC (Untied) Fund.** Bid Submission Start Date: **20.12.2023 from 05:00 PM.** Bid Submission End Date: **04.01.2024 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Technical & Financial): **08.01.2024 from 11:00 AM and 01:00 PM** respectively. For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
173 to 179/23-24 Dated. 20-12-2023
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Paschim Medinipur, Uttar Dinajpur, Purba Burdwan, Jalpaiguri & Bankura District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **21-12-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **08-01-2024 & 12-01-2024 before 3.00 pm** as per NIeT.
Dater: 20.12.2023 **Sd/- Executive Engieuer**

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from reputed, bonafied Tenderer for execution of 13 nos. different development works vide **Memo No.: 567/ DB-I/2023-24 & e-NIT No.: 13. Date: 19.12.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_626910_1 to 13.** Bid Submission Start Date (Online): **20.12.2023 at 10:00 AM.** Bid Submission End Date (Online): **05.01.2024 at 11:00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **08.01.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

Office of The Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+Po-Srinarayanpur, PS-Dholahat, South 24 pgs
NOTICE INVITING TENDER

S.No	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.)
1	23/SPGP/2023-24	SINKING OF TUBEWELL NEAR H/O SUDHANGSHU PRADHAN PURNACHANDR APUR SANSAD VII. under XV FC-TIED Fund	Rs 175579.00
2	24/SPGP/2023-24	SINKING OF TUBEWELL NEAR H O NURALAM HALDAR MEHERPUR SANSAD II	Rs 175579.00
3	25/SPGP/2023-24	SINKING OF TUBEWELL NEAR H O APU SANFUI TARANAGAR SANSAD XI	Rs 175579.00
4	26/SPGP/2023-24	SINKING OF TUBEWELL NEAR SRINARAYANPUR MUKTA MANCH SRINARAYANPUR SANSAD IV	Rs 175579.00
5	27/SPGP/2023-24	CONSTRUCTIO N OF COMMUNITY LATRINE NEAR KALOBENIYA BAZAR SANSAD-VI	Rs 242571.00
6	28/SPGP/2023-24	CONSTRUCTIO N OF DOUBLE SOLING BRICK ROADFROM NEAR H/O DILIP NASKAR TO H/O BISWANATH NASKAR AT SRINARAYANPUR 37 NO BOOTH	Rs 83923.00
7	29/SPGP/2023-24	CONSTRUCTIO N OF CONCRETE ROAD FROM THE H/O SUBHASH MANDAL TO H/O AMAL MANDAL AT SRINARAYANPUR	Rs 126201.00
8	30/SPGP/2023-24	CONSTRUCTIO N OF CONCRETE ROAD FROM NEAR H/O MOHAN MONDAL TO NEAR H/O SIDDHESWAR BAIDYA AT SRINARAYANPUR BOOTH NO 38	Rs109154.00
9	31/SPGP/2023-24	CONSTRUCTIO N OF BRICK SOLING ROAD FROM NEAR DOUBLE SOLLING BRICK ROAD TO SINGLE SOLLING BRICK ROAD NEAR ASHUTOSH PODDAR LAND AT MEHERPUR BOOTH NO 34	Rs 83923.00
10	32/SPGP/2023-24	CONSTRUCTIO N OF DOUBLE SOLING BRICK ROAD FROM NEAR BUS ROAD TO NEAR H/O BASU NASKAR AT MEHERPUR BOOTH NO 36	Rs117367.00
11	33/SPGP/2023-24	CONSTRUCTIO N OF DOUBLE SOLING BRICK ROADFROM NEAR GOBINDO MUNDA HOUSE TO NEAR H/O SANJIT MUNDA AT TARANAGAR 47 NO BOOTH	Rs100515.00
12	34/SPGP/2023-24	CONTRUCTION OF DOUBLE SOLING ROAD FROM THE H/O MANOJ PATRA TO H/O CHANDRA SEKHAR PATRA AT PURNACHANDR APUR	Rs125404.00
13	35/SPGP/2023-24	CONSTRUCTIO N OF DOUBLE SOLING BRICK ROAD FROM NEAR H/O HARIPADA SARDAR TO H/O KAPILA SARDAR AT SRINARAYANPUR BOOTH NO 37	Rs 50221.00
14	36/SPGP/2023-24	CONSTRUCTIO N OF DOUBLE SOLING BRICK ROADF ROM NEAR H/O DIBAKAR PATI TO BAPULI BANDH	Rs 125404.00

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S N	Particulars	Date & Hours
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	20/12/2023 at 10:00 AM
2	tender doc. Sales end & bid submission end date & time	02/01/2024 at 12:10 PM
3	Earnest money depositing end date & time	20/12/2024 at 12:10 PM
4	Bid opening date & time	09/01/2024 at 12:30 PM

Sd/- Prodhan
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

Jamalpur-II Gram Panchayat
Natungram, Jamalpur, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is hereby invited by the Prodhan, from the bonafied and eligible contractors of different development works under **SBM (Online), 5th S.F.C Tied 2023-24 SFC Fund (Offline).** Tender Online: **NIT No.: 558/Jam-II/23 & 559/Jam-II/23, Date : 18.12.2023** for 1 PCC Road & 3 nos. Cover Drain with Soakpit (15th FC Tied & Untied 2023-24 Fund) & **NIT No.: 561/Jam-II/23, Date: 19.12.2023** for GP Building 5th SFC Tied 2023-24 fund.Bid Submission End Date: **04.01.2024 & 05.01.2024 respectively.** Date of Technical Bid Opening: **08.01.2024.** Details are available in **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-, Prodhan
Jamalpur-II Gram Panchayat

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah
Notice Inviting e-Tender
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.: WB/HWH/BJPS/CAGP/NIT-05/2023-24, Date: 18.12.2023.** Bid Submission Start Date: **20.12.2023 at 09.00 AM.** Last Date of Bid submission: **01.01.2024 at 06:00 PM.** Date of Opening: **04.01.2024 at 10:00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd./-
Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

দুরন্ত বিশ্বকাপের জের ! অর্জুন পুরস্কার পাচ্ছেন মহম্মদ শামি

শামি বাদেও আরও ২৫ জন খেলোয়াড়কে সম্মান দেওয়া হচ্ছে

নয়াদিল্লি: দিন কয়েক আগে শেষ হওয়া বিশ্বকাপে ভারতকে বিশ্বকাপ জেতাতে পারেননি বটে, তবে তারকা ফাস্ট বোলার মহম্মদ শামি অনবদ্য বোলিং করে সকলেরই নজর কেড়েছিলেন। টুর্নামেন্টের প্রথম চার ম্যাচ না খেললেও, বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হিসাবে টুর্নামেন্ট শেষ করেন শামি। এই দুরন্ত বিশ্বকাপের সুফল পেতে চলেছেন তিনি। মহম্মদ শামিকে অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের জন্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান হল অর্জুন পুরস্কার। ক্রীড়াক্ষেত্রে অনবদ্য পারফরম্যান্সের ফলেই কোনও ক্রীড়াবিদ এই পুরস্কার পান। শামি বিশ্বকাপের মাত্র সাত ম্যাচে ২৪টি উইকেট নেন। এই গোটা বছরই ওয়ান ডে ক্রিকেটে দাপট দেখিয়েছেন শামি। ১৯টি ৫০ ওভারের ম্যাচে ৪৩টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। ভারতীয় দলের তিন ফর্ম্যাটে এক নম্বর দল হয়ে উঠার পিছনেও

শামির অবদান ছিল অনস্বীকার্য। এবার তারই সুফল পাচ্ছেন তিনি।

খবর অনুযায়ী, শামির নাম প্রাথমিকভাবে তালিকায় না থাকলেও, বিসিসিআইয়ের তরফে পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম মনোনয়ন করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হয়। তবে শুধু শামি একা নন, আরও ২৫ জন ক্রীড়াবিদকেও এই বছরে অনবদ্য পারফরম্যান্সের জন্য অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। ভারতের তারকা ব্যাডমিন্টন জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রঙ্কিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টিও এই বছরে একাধিক ট্রফি জিতে বিশ্ব দরবারে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

সাত্ত্বিক-চিরাগ ২০২৩ সালেই ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার এশিয়ান গেমসে সোনা জেতেন। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব, ইন্দোনেশিয়ান ওপেন সুপার ১০০০ খেতাব, ভারতীয় তারকা জুটি সব এই বছরেই জিতেছেন। এছাড়াও গত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক, কমনওয়েলথ গেমসে সোনা তো রয়েইছে। এই দুরন্ত সাফল্যই সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটিকে খেলরত্ন এনে দিয়েছে।

যুলকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয় যে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে ২০২৪ সালের ৯ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনেই নিজেদের পুরস্কারগুলি গ্রহণ করবেন।

তারকা শাটলার জুটিকে তাই ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সর্বোচ্চ সম্মান মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে।

ডি জর্জির সেঞ্চুরি, ভারতের বড় হার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১১৬ রানে অলআউট। ঘরের মাঠে যা ওয়ানডেতে সর্বনিম্ন। এরপর ৮ উইকেটে হার। দুদিন আগে জোহানেসবার্গের অনুষ্ঠিত প্রথম ওয়ানডেটা দক্ষিণ আফ্রিকা মনে রাখতে চাইবে না নিশ্চিত। তবে পরের ম্যাচেই দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়াল দলটি। আজ পোর্ট এলিজাবেথে ভারতকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে প্রোটিয়ারা।

দক্ষিণ আফ্রিকান বোলাররা ভারতকে অলআউট করে দেয় ২১১ রানে। ওপেনার টনি ডি জর্জির প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরিতে রানটা ৭.৩ ওভার হাতে রেখেই পেরিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

২৬ বছর বয়সী ওপেনার এর আগে খেলা তিনটি ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ ২৮ রান করেছিলেন এই সিরিজেরই প্রথম ম্যাচে। বাঁহাতি ব্যাটসম্যান আজ দলকে জিতিয়ে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন ১১৯ রানে। ১২২ বলের ইনিংসে ৯টি চার ও ৬টি ছক্কা মেরেছেন রিজা হেনড্রিকসকে নিয়ে উদ্বোধনী জুটিতে ১৩০ রান করা ডি জর্জি। ৮১ বলে ৫২ রান করেছেন আগের

ম্যাচে শূন্য রান করা হেনড্রিকস। তাঁর বিদায়ের পর উইকেটে আসা রেসি ফন ডার ডুসেন ৫১ বলে করেন ৩৬ রান।

এর আগে ভারতের ইনিংসে ফিফটি পেয়েছেন সাই সুদর্শন ও লোকেশ রাহুল। আগের ম্যাচে ওয়ানডে অভিষেকে ৫৫ রান করা তরুণ ওপেনার সুদর্শন আজ করেছেন ৬২ রান। ৮৩ বলের ইনিংসে ৭টি চার ও ১টি ছক্কা মেরেছেন ২২ বছর বয়সী এই বাঁহাতি। ৪৬ রানে ২ উইকেট হারানোর পর উইকেটে আসা অধিনায়ক রাহুল ৬৪ বলে করেন ৫৬ রান। সুদর্শনকে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে ৬৮ রান যোগ করেন রাহুল।

ভারতের আর কোনো ব্যাটসম্যান ২০ রানও করতে পারেননি। ফল, নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ২১১ রানে অলআউট হওয়া। সুদর্শন ১১৪ রানে ফিরে যাওয়ার পর রাহুল টিকে ছিলেন ৩৬তম ওভার পর্যন্ত। দ্বিতীয় ম্যাচ খেলা দক্ষিণ আফ্রিকান বাঁহাতি পেসার নানদ্রে বার্গারের তৃতীয় শিকার হয়ে রাহুল যখন ফেরেন ৩৫.৪ ওভারে ভারতের স্কোর ১৬৭/৫। এরপর আর ৪৪ রানই যোগ করতে পারে সফরকারীরা।

২৮ বছর বয়সী বার্গার ম্যাচের প্রথম ওভারে ফিরিয়েছিলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে। ১২তম ওভারে তিলক বর্মাকে আউট করে দ্বিতীয় উইকেট পান বার্গার। বাউন্সারে হুক করতে গিয়ে ফাইন লেগে ক্যাচ দেন বর্মা।

সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ বৃহস্পতিবার।

নেইমার খেলতে পারবেন না কোপা আমেরিকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: নেইমার ও চোট, যেন একে অন্যের চিরসঙ্গী। ব্রাজিলের ইতিহাসে সর্বকালের সেরাদের একজন হওয়ার কিংবা ফুটবল ইতিহাসেরই অন্যতম সেরা হওয়ার অপার সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হয়েছিল যার ক্যারিয়ার, তাঁকে বারবার আটকে দিয়েছে চোট। সর্বশেষ গত ১৭ অক্টোবর ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে আবার চোটে পড়েন নেইমার। সেই চোট তাঁকে এমন কঠিন অবস্থায় ফেলেছে, এখন আগামী বছর কোপা আমেরিকাতেই নেইমারের খেলা নিয়ে ভীষণ সংশয়। ব্রাজিল দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার তো মঙ্গলবার বলেই দিয়েছেন, নেইমার আগামী কোপায় খেলতে পারবেন না।

উরুগুয়ের কাছে ব্রাজিলের ওই হারের ম্যাচে চোট পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাঠ ছাড়েন নেইমার। তখনই বোঝা গিয়েছিল, বড় দুঃসংবাদ আসতে পারে। শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছে। পরে জানা গেছে, বাঁ হাঁটুর অ্যান্টেরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট ছিঁড়ে গেছে নেইমারের। সেটা ঠিক করাতে গত ২ নভেম্বর ব্রাজিলের বেলো হরিজন্তেতে অস্ত্রোপচার করান আল হিলাল তারকা। এর পর

থেকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন নেইমার।

কয়েক দিন আগে অবশ্য নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও পোস্ট করেন ব্রাজিল তারকা। সেই ভিডিওর ক্যাপশনে লেখেন, 'কষ্ট ছাড়া ভালো কিছু হয় না, পড়ে না গিয়ে উঠে দাঁড়ানোর মধ্যে বীরত্ব নেই। কষ্ট ছাড়া জয় আসে না। আমি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।'

তখন মনে হচ্ছিল, হয়তো এই লড়াইয়ে জিতে কোপা আমেরিকার আগেই ফিট হয়ে ফিরবেন নেইমার। কিন্তু গতকাল ব্রাজিলের রেদে৯৮ রেডিওকে দেশটির জাতীয় ফুটবল দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার যা বলেছেন, তাতে ব্রাজিলের সমর্থকদের হতাশা বাড়ারই কথা। লাসমার বলেছেন, 'কোপা খুব কাছেই। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপ পার না করে তাড়াহুড়ো করা এবং অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেওয়ার কোনো মানে হয় না। আমাদের প্রত্যাশা হচ্ছে, সে ২০২৪ ইউরোপিয়ান মৌসুমের শুরুতে, মানে আগস্টে মাঠে ফেরার জন্য পুরোপুরি ফিট হবে।'

যুক্তরাষ্ট্রে আগামী বছরের কোপা আমেরিকা শুরু হবে ২০ জুন থেকে, শেষ হবে ১৪ জুলাই। তার মানে, লাসমারের কথানুযায়ী, ওই টুর্নামেন্টে নেইমারের খেলা হচ্ছে না।

অবশ্য প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত অনেকে সেরে ওঠেন অনেক চোট থেকে। তবে নেইমারের যে চোট, সেটার ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ বলে মনে করেন লাসমার, 'আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। ৯ মাসের আগে ওর ফেরা নিয়ে কথা বলাটা জলদি হয়ে যায়। হাঁটুর লিগামেন্টে অস্ত্রোপচারের পর পুনর্বাসনের জন্য একটু সময় লাগবেই, এটা বৈশ্বিক ধারণা। জৈবিক এ সময়কে মাথায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ, লিগামেন্ট পুনর্গঠনের জন্য শরীর এতটুকু সময় নেয়।'

পুনর্বাসন প্রক্রিয়া পুরোটা অনুসরণ করে আসলে নেইমারকে আবার পুরো ছন্দে মাঠে দেখা যাবে বলেও আশা লাসমারের, 'আমরা যদি এই ধাপগুলো অনুসরণ করি, আশা করছি, সে আবার আগের মতো শীর্ষ পর্যায়ে পারফর্ম করতে পারবে।'

কোপা আমেরিকায় 'ডি' গ্রুপে ব্রাজিল পেয়েছে কলম্বিয়া ও প্যারাগুয়েকে। সঙ্গে যোগ দেবে কোস্টারিকা ও হন্ডুরাসের মধ্যে যেকোনো এক দল।

সল্ট এবার করলেন ১০ ছক্কায় ১১৯

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফিল সল্ট রোমাঞ্চকর এক সময়ই পার করছেন বটে!

১৬ ডিসেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৫৭ বলে ১১৯ রানের ইনিংস খেললেন। ২২৩ রান তাড়া করে দলকে জেতালেন। এমন এক শতকের পর অনেকেই ভেবেছিলেন আইপিএলের নিলামে চড়া দাম উঠতে পারে সল্টের।

কিন্তু চড়া দাম তো দূরের কথা, সল্টকে নিয়ে আগ্রহই দেখায়নি কোনো দল। দল না পেলে সল্ট আর কীইবা করতে পারেন। এটা তো তাঁর হাতে নেই। সল্টের হাতে ছিল রান করা।

সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ড ওপেনার সেটাই করলেন। খেললেন ৫৭ বলে ১১৯ রানের দুর্দান্ত ইনিংস। তাঁর দলও জিতেছে ৭৫ রানে। এই জয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-২ সমতা ফিরিয়েছে ইংল্যান্ড। সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে আগামী বৃহস্পতিবার।

সল্টের শতক ও অধিনায়ক জস বাটলার এবং লিয়াম লিভিংস্টোনের অর্ধশতকে ইংল্যান্ড তুলেছিল ২০ ওভারে ২৬৭ রানে। জবাবে ১৫.৩

ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯২ রানেই অলআউট হয়ে যায়।

ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে টসে হেরে আগে ব্যাটিং করতে নামা ইংল্যান্ডকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন বাটলার ও সল্ট। গড়েন ৫৯ বলে১১৭ রানের জুটি। ৫৫ রানের ইনিংস খেলার পথে ইংল্যান্ডের হয়ে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন বাটলার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাটলারের ছক্কা এখন ১২৩। ছাড়িয়ে গেছেন এউইন মরগানের ১২০ ছক্কা।

বাটলার আউট হলেও ইংল্যান্ড রান তোলার গতি কমেনি। তিন নম্বরে নেমে উইল জ্যাকস করেন ৯ বলে ২৪ রান। এরপর লিভিংস্টোন করেন ২১ বলে ৫৪ রান। ৭ চার আর ১০ ছক্কায় ৪৮ বলে শতক করেন সল্ট।

১১৯ রান করে তিনি যখন আউট হন, দলের রান তখন ২৪৬। এটি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে টানা দুটি শতক পেলেন সল্ট। এর আগে এই কীর্তি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার রাইলি রুশো ও ফ্রান্সের গুস্তব ম্যাককিওনের।

ইংল্যান্ডের ২৬৭ রান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আইসিসির পূর্ণ সদস্যের দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। দেরাদুনে ২০১৯ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আফগানিস্তানের করা ২৭৮ রান পূর্ণ সদস্যের দেশগুলোর মধ্যে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এখনো সর্বোচ্চ সংগ্রহ।

২৬৮ রানের জবাবে ব্যাট করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্রুত রান তুলতে গিয়ে শুরু থেকেই উইকেট হারিয়েছে। ইনিংসের প্রথম ৪০ বলেই দলীয় ১০০ রান হয়ে গেলেও ফিরে যান চার ব্যাটসম্যান। আন্দ্রে রাসেলে ২৫ বলে ৫১ রান করলেও ২৭ বল বাকি থাকতে অলআউট হয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রিচ টপলি নিয়েছেন ৩ উইকেট।

এই ম্যাচে মোট ছক্কা হয়েছে ৩৩টি। যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তৃতীয় সর্বোচ্চ। আন্দ্রে রাসেল ছক্কা মেরেছেন ৫ টি, নিকোলাস পুরান ৪টি। দুজনের মিলিত ছক্কার চেয়ে অবশ্য একটি ছক্কা বেশি মেরেছেন সল্ট একাই।

ম্যাচসেরা সৌম্যকে ম্লান করে সিরিজ নিউজিল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক দলের এক ওপেনার করেছেন ১৬৯ রান, তবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ইনিংসটি ৪৫ রানের। প্রথম ৫ ব্যাটসম্যানের ৪ জনই আটকে গেছেন ১২ রানের আগেই, প্রথম ৪ উইকেটে ৫০ রানের কোনো জুটিই নেই। আরেক দলের কেউই শতক পাননি, তবে প্রথম ৩ ব্যাটসম্যান মিলেই করেছেন ২২৯ রান। নেলসনে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে এভাবেই দলগত পারফরম্যান্সের কাছে ম্লান হয়ে গেছে ব্যক্তিগত অর্জন।

গত ম্যাচে শূন্য রানেই আউট হওয়া সৌম্য সরকার খেলেছেন স্মরণীয় এক ইনিংস, যেটি বাংলাদেশের ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ও নিউজিল্যান্ডের মাটিতে এশিয়ান কোনো ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ। এমন পারফরম্যান্সে সৌম্য হয়েছেন ম্যাচসেরাও। কিন্তু উইল ইয়াংয়ের ৮৯, হেনরি নিকোলসের ৯৫ রানে সেটি হয়ে থেকেছে সান্ত্বনা পুরস্কার হয়েই। স্যান্টনর ওভালের দারুণ ব্যাটিং,সহায়ক উইকেটে বাংলাদেশের দেওয়া ২৯২ রানের লক্ষ্য ৭ উইকেট ও ২২ বল বাকি রেখেই পেরিয়ে গেছে নিউজিল্যান্ড। ১ ম্যাচ বাকি রেখে সিরিজ জয় নিশ্চিত করার পথে নিজেদের মাটিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে রেকর্ডটি ১৯-০-ও করেছে তারা।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা

বাংলাদেশ চাপে পড়ে ১০ ওভারের মধ্যেই। সে সময় ফেরেন এনামুল হক, নাজমুল হোসেন ও লিটন দাস। পেসাররা তেমন কোনো মুভমেন্ট পাননি, মাঝেমধ্যে বল একটু থেমে আসা ছাড়া উইকেটে আদতে কিছু ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাটসম্যানরাও নিজেদের সময় দেননি খুব একটা। দশম ওভারে জ্যাকব ডাফির দ্বিতীয় শিকার হয়ে লিটন যখন থামলেন, তখন বাংলাদেশের ৪৪ রানের মধ্যে ২৮ রানই সৌম্যর। দিনে অন্যান্য বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানের সঙ্গে সৌম্যর পার্থক্য ফুটে উঠেছিল তখনই।

তাওহিদ হৃদয় অবশ্য ভালোই সঙ্গ দিচ্ছিলেন সৌম্যকে, কিন্তু নন, স্ট্রাইক প্রান্তে দুর্ভাগ্যজনক রানআউটে থামতে হয় তাঁকে। সৌম্যর ড্রাইভ বোলার জশ ক্লার্কসনের বুট ছুঁয়ে ভাঙে নন, স্ট্রাইক প্রান্তের স্টাম্প, তখন ক্রিজের বাইরেই ছিলেন হৃদয়।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দুটি জুটি আসে পঞ্চম ও ষষ্ঠ উইকেটে। মুশফিকের সঙ্গে ৯১ রানের পর মিরাজকে নিয়ে সৌম্য তোলেন ৬১ রান। মুশফিকের সঙ্গে জুটির সময় ৫০ পেরিয়ে যান সৌম্য, দুজনই পেস ও স্পিনকে খেলছিলেন স্বাচ্ছন্দ্যে। ডাফির ভেতরের দিকে ঢোকা বলে ৪৫ রান করা মুশফিক খোঁচা দেওয়ার পর ভাঙে সে জুটি। এরপর ছন্দপতন হয় সৌম্যরও, তবে সে সময় ভাগ্যের সহায়তাও পান তিনি। ৫০ থেকে ৬০ রানের মধ্যে দুবার ক্যাচ দিয়েও বাঁচেন, একবার বাঁচেন রিভিউ নিয়ে।

নড়বড়ে সৌম্য বেশি দূর যাবেন, তখন ঠিক সেটি মনে হচ্ছিল না। ৯০ পেরিয়েও আরেকবার বাঁচেন তিনি। কিন্তু অশোকের বলের অফ সাইডে নেওয়া সিঙ্গেলে ক্যারিয়ারের তৃতীয় শতক পূর্ণ করার পরই বদলে যায় তাঁর খেলার ধরন। ১১৬ বলে শতক পূর্ণ করেছিলেন, পরের ৬৯ রান করেন মাত্র ৩৫ বলে। মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে ৫৩ রানের পর তানজিম হাসান ও রিশাদ হোসেনকে নিয়ে ৩৩ বলে তোলেন আরও ৫৮ রান। শেষ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ অবশ্য গুটিয়ে যায় ১ বল বাকি থাকতেই।

সৌম্যর অমন ইনিংসে বাংলাদেশ লড়াই করার মতো একটা সংগ্রহ পেয়েছিল বটে, তবে সেটিকে যথেষ্টর চেয়েও বেশ কম প্রমাণ করেছেন নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যানরা। শুরুতে একটু সময় নিয়ে রাচিন রবীন্দ্র ও ইয়াং গড়েন ৭৬ রানের উদ্বোধনী জুটি, বাংলাদেশও বলতে গেলে লড়াই থেকে ছিটকে যায় তখনই। ডিপ মিডউইকেটে রিশাদের দারুণ ক্যাচে ৪৫ রান করা রবীন্দ্র থাকলেও ইয়াং ও নিকোলসের ১২৮ রানের জুটি বাংলাদেশকে হতাশই করে গেছে। মুভমেন্ট না পেয়ে শর্ট বলের ওপর নির্ভর করছিলেন বাংলাদেশ পেসাররা, তবে সেসব হয়ে গেছে বুমেরাং। ইয়াং ও নিলোকসের কেউই অবশ্য শেষ পর্যন্ত শতক পাননি। হাসান মাহমুদকে ফিরতি ক্যাচ দিয়ে থামেন ইয়াং, নিকোলস মিডউইকেটে ধরা পড়েন শরীফুলের শর্ট বলে। তাতে অবশ্য নিউজিল্যান্ডের কিছু যায়,আসেনি, অধিনায়ক টম ল্যাথাম ও টম ব্লান্ডেলের জুটিতে নিশ্চিত হয়েছে সহজ জয়। আর তাতেই একটা অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডও হয়ে গেছে সৌম্যর। ওয়ানডে ইতিহাসে তাঁর ১৬৯ বা এর বেশি রানের ইনিংসের পরও হারের ঘটনা ছিল এর আগে ৭টি, যার মধ্যে ৪টি প্রথম ইনিংসে। সৌম্য ঢুকে গেছেন দুই তালিকাতেই। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর যে পারফরম্যান্স, তাতে প্রত্যাশার সীমা অনেকটাই ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু প্রত্যাশা মেটানোর ধারেকাছেও যেতে পারেননি তাঁর সতীর্থরা।

ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালেও থাকছেন না সিটির হলান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: সবশেষ খেলেছিলেন গত ৭ ডিসেম্বর, প্রিমিয়ার লিগে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ম্যাচটায়। এরপরই জানা যায়, পায়ের হাড়ে চোট পেয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার আর্লিং হলান্ড। তার পর থেকে সিটি সমর্থকদের অপেক্ষা, আবার কবে মাঠে ফিরবেন এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা?

শুরুতে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা বলেছিলেন, ক্লাব বিশ্বকাপ দিয়ে আবার মাঠে ফিরতে দেখা যাবে হলান্ডকে। কিন্তু গতকাল ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে জাপানের ক্লাব উরাওয়া রেড ডায়মন্ডসকে হারানোর পর গার্দিওলা নিশ্চিত করেন, ফাইনালেও হলান্ডের খেলার কোনো সম্ভাবনা নেই। হলান্ডকে ছাড়াই সিটি মাঝে প্রিমিয়ার লিগে খেলেছে লুটন টাউন ও ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে। চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলেছে রেড স্টার বেলগ্রেডের বিপক্ষে, তারপর ক্লাব বিশ্বকাপ গতকালের সেমিফাইনালও।

এর মধ্যে লুটন, রেড স্টার বেলগ্রেড ও রেড ডায়মন্ডসকে হারালেও ড্র করেছে প্যালেসের সঙ্গে। প্রিমিয়ার লিগে সবশেষ ৬ ম্যাচ থেকে মাত্র ৭ পয়েন্ট পাওয়া

সিটির স্কোয়াডে অনেক দিন ধরেই নেই চোটের পর পুনর্বাসনে থাকা কেভিন ডি ব্রুইনা। এ সময় হলান্ডকে হারিয়ে ফেলাও একটা বড় ধাক্কা ইউরোপ ও ইংল্যান্ডের বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের জন্য।

ক্লাব বিশ্বকাপে অবশ্য হলান্ডকে লাগার কথার না সিটির। গতকাল সেমিফাইনালেও যেমন হলান্ডকে ছাড়াই উরাওয়া রেড ডায়মন্ডসের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জিতেছে সিটি। রেড ডায়মন্ডস একটা আত্মঘাতী গোল করার পর সিটির হয়ে বাকি দুটি গোল করেন মাতেও কোভাচিচ ও বের্নার্দো সিলভা।

আগামী শুক্রবার কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটি স্টেডিয়ামের ফাইনালে সিটি খেলবে কোপা লিবের্তাদোরেস চ্যাম্পিয়ন ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে। ওই ম্যাচ সামনে রেখে দলের খেলোয়াড়দের চোটের অবস্থা জানাতে গিয়ে গতকাল গার্দিওলা বলেন, 'কেভিন (ডি ব্রুইনা) আমাদের সঙ্গে গতকাল অনুশীলন করেছে, আগামীকালও করবে। তবে সে তিন মাস ধরে মাঠের বাইরে। সুতরাং তার ফাইনালে খেলা হচ্ছে না। আর্লিং (হলান্ড) এখনো অনুশীলনই শুরু করতে পারেনি।'

তার মানে ফাইনালে হলান্ডও থাকবেন না। সিটি প্রিমিয়ার লিগে পরের ম্যাচটা খেলবে ২৮ ডিসেম্বর, এভারটনের মাঠে। ওই ম্যাচের আগে হলান্ড পুরো ফিট হতে পারেন কি না, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**